রেজিষ্টার নং ৭৭ Rigistered No77. রেজিষ্টার নং৭৭

অমৃত বাজার পত্রিকা

মূল্যঃ— অগ্রিম বার্ষিক ৮৷৷, ডাক মাশুল ১৷৷০, ষাণ্মাসিক ৪৵ ডাকমাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵০ আনা।। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৷০, ডাক মাশুল ১৷৷০টাকা। প্রতি খণ্ড ।৵ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০আনা।

৯ম ভাগ } কলিকাতাঃ— ২০এ ফাল্গুন, —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮২ সাল ইং ১লা মার্চ্চ ১৮৭৬ সাল। } ৩ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

——ঃ০ঃ——

নিম্ন লিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮ নং ঝামাপুকুর শ্রীযুক্ত বাবু শশী ভুষণ দের বাটীতে ও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবুর ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্য।

১। স্পিরিট ক্যাম্ফর্। এই মহৌষধ অতিসার ও উলাউঠা ব্যাধির বিশেষ উপকারী এবং ইহা দ্বারা অনেকে অরোগ্য লাভ করিয়াছে। মুল্য ৷৷৵০

২। গ্রীষ্মকালীন পানীয় দ্রব্য। পরিশ্রান্ত ব্যক্তিগণ এক চামচে পান করিলে শরীর স্নিগ্ধ, হজমীকারক, অগ্নি বৃদ্ধিকারক ও পেটের উপদ্রব নাশ করিবে। মূল্য ৷৷৵০

৩। বৃহৎ হিম সাগর তৈল। এই উৎকৃষ্ট তৈল গাত্রে ব্যবহারে বায়ু পিত্ত রোগ সকল বিশেষ উপকার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা, শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃৎকম্প, চক্ষে ঘোর দর্শন, মস্তিষ্কের ক্ষীণতা উদরাময়, বায়ু উদ্গার ইত্যাদি। মূল্য ১৲

৪। বাতরাজ তৈল। ইহাতে বিবিধ বাত যথা কামড়ালে, বিছুলে, কণকণে, হাত পা অবশ, বা টেনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ৸০

৫। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ, চুলকনি, রক্ত কুষ্ঠ, পাঁচড়া, টাক, পারা দ্বারা বা শোণিতবিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মণ্ডল। ৸০

৬। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, ও রস বা পুঁজ পতন, বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে। মূল্য ৷৷০

৭। শরীর শোধক বটিকা। মেহ ধাতুস্থ পীড়া, বহুমূত্র, শ্বেত প্রদর, স্ত্রীলোকের বাধক পুরাতন কাশী, অম্লপিত্ত, গুল্ম, অর্শ, দুর্ব্বলতা ও পুরুষত্ব হানি এক একটি রোগের ভিন্ন২ অনুপান দিয়া সেবন করিলে ত্বরায় আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৵০

৮। গৃহিণী ও রক্ত আমাশয়ের বটিকা। ইহাতে নূতন বা পুরাতন আমাশয়, পেটের বেদনা, কামড়ানি, ও গৃহিনী পীড়ার শীঘ্র উপশম হইবে। মূল্য ৸০

৯। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম পারাসংশ্লিষ্ট রহিত) নানা বিধ গরমির অন্যান্য ঘা। যথা নুতন, পুরাতন ঘা, নালি ঘা, অর্শ পীড়ার যে ঘা বলি থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ নুতন ঘা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে মূল্য ৷৷০

এস্, বি, দে এণ্ড ডি, এন, মিত্র, এল, এম, এস, কৃত।

বন্দুক! বারুদ!! অতিসস্তা!!

আমরা বিলাত হইতে উত্তম উত্তম বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, তলয়ার ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জম এবং নানাবিধ বিলাতি দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে আনয়ন করিয়াছি। যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি, কলিকাতা ৩২ নং লাল দিঘির দক্ষিণ একশ্চেঞ্জের পূর্ব্বস্থিত ডি, এন, বিশ্বাস কোং দোকানে প্রাপ্ত হইবেন।

ডি, এন, বিশ্বাস এণ্ড কোং।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

বহুমূত্র পীড়ার মহৌষধ।

ইহা নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সামান্য বহুমুত্র এবং দৌর্ব্বল্য, হস্ত পদাদির জ্বালা ও মস্তিষ্কে হীনবল প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার মূত্রাধিক্য ও মধুমেহ পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য হয়।

এক মাসের ব্যবহারোপযুক্ত ঔষধ ২ কৌটা	৫ টাক
ঘৃত ১ শিশি এক পোয়া	৪ টাকা
তৈল ১ ঐ ঐ	৪ টাকা
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	২ টাকা

কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় কেশ হীনতা (টাক) দূর ও কেশ অকাল পকৃতা প্রাপ্ত না হইয়া বিশিষ্ট রূপ বর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘুর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ আরোগ্য মস্তিষ্ক সুশীতল ও চক্ষুজ্যোতি বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি মনোহর গন্ধযুক্ত।

মূল্য ১ শিশি ২৲ টাকা ডাকমাশুল ।৵০ আনা

দন্তশোধন চূর্ণ।

ইহা নিয়মিত রূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার দন্ত রোগারোগ্য, দন্তমূল দৃঢ়, মুখের দুর্গন্ধ দূর এবং দন্ত উত্তম শুভ্র বর্ণ হয়।

১ কৌটা ৷৷০ ডাকমাশুল ।০ আনা

সুধাংশুদ্রব।

ইহা দ্বারা মুখ মণ্ডলের বিকৃত চিহ্ন (অর্থাৎ মেচেতা) ও ব্রণ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। শুষ্ক ত্বক কোমল ও পরিষ্কার হইয়া মুখশ্রী সমধিক বর্দ্ধিত ও বর্ণের ঔৎকর্ষ সম্পাদিত হয় এবং ছুলি, ঝামাচি, চুলকানি আরোগ্য হয়। উহা সদ্গন্ধযুক্ত।

১ শিশি ৸০ ডাকমাশুল ।৵০ আনা

শ্রীবিনোদ লাল সেন গুপ্ত কবিরাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ।

নানাবর্ণের সুদৃশ্য বিলাতীয় হুঁকা।

কলিকাতা যোড়াশাঁকো চিত্তপুর রোড ৩৭৮ সংখ্যক গৃহে বিক্রয়ার্থ আছে। মুল্য ২৷৷০ হইতে ৫ পাঁচ টাকা।

শ্রীরাধানাথ চৌধুরি।
এজেন্ট।

নূতন পুস্তক

স্বপ্ন প্রয়াণ কাব্য।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত।

মূল্য ১।০ পাঁচ শিকা।

কলিকাতা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও কেনিং লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

বঙ্গবিজেতা—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ২৪৯ নং বহুবজার ষ্ট্রীট ষ্টানহোপ যন্ত্রে, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। মূল্য ১।০ ডাক মাশুল ৵০ অনা।

ম্যালেরিয়া জ্বরঘ্ন আশ্চর্য্য পিল।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব হালদার বহু যত্নে ডাক্তার এডওয়ার্ড গুডিব, বেল এবং মং মেকনামারা সাহেবদিগের সম্মতি ক্রমে "এণ্টি ম্যালেরিয়া ফিবর টনিক পিল" নামক বটিকা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রায় দুই বৎসর চিকিৎসা দ্বারাঅন্যান্য ঔষধাপেক্ষা বিশেষ উপকারী দর্শনে সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন যে, করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রিট ২০৫ সংখ্যক ভবনে, এম, এম, হালদারের মেডিকল হলে উক্ত বটিকা প্রাপ্ত হইবেন। মুল্য এক বাকস্ ১৲ এক টাকা মাত্র। উক্ত মেডিকেল্ হলে তিনি প্রত্যহ প্রাতে ৭ টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত ও বৈকালে ৫ টা হইতে ৬ টা পর্য্যন্ত চক্ষু ও অন্যান রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞাপন।

যৌবনে যোগিনী।

(ঐতিহাসিক দৃশ্য কাব্য।)

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা, সোভা বাজার, ৫০ নং গ্রে ষ্টীটে, ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য, মূল্য ১ এক টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

আমি ইংলণ্ড হইতে সমস্ত হোমিওপ্যাথী ঔষধ আনাইয়াছি। ডাইলউসন ইত্যাদি আমার স্বহস্তে প্রস্তুত হইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও অন্যান্য ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

আমার প্রণীত

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান		মায় ডাকমাশুল
	১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা	১।৵০
ঐ ঐ ঐ	২য় সংখ্যা	১।৵০
হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্যতত্ত্ব	১ম সংখ্যা	১৵০
অর্শরোগের মহৌষধ		১৷৷০

রোগীরা আপন আপন লক্ষণ পাঠাইবেন

টাকরোগের মহৌষধ	১৷৷০
হোমিওপ্যাথিক মেডিসন চেষ্ট	২৫
ঐ ওলাউঠার ২০ শিশি বাক্স	১০
ঐ ১০ শিশি বাক্স	

এই বাক্স এক খানি পুস্তক থাকিবে যাহা দ্বারা এই কঠিন ব্যাধি ও ইহার নানা প্রকার পরিবর্ত্তীত পীড়ার চিকিৎসা অতি সহজে করা যাইবে। ইহা নিতান্ত সরল ভাষায় লিখিত।

শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়ি

৩৪ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট।

নূতন পুস্তক।

চারুশীলা নাটক।

ক্যানিং লাইব্রেরি, সংস্কৃত ডিপজিটরি, মেচুয়াবাজার ৮৪নং এবং প্রধান২ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ৵০

গুপ্ত কথার সাদৃশ্য 'গুপ্ত লিপি' নামক রহস্য সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইতেছে কলিকাতা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এজেণ্ট আফিশে শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মী নারায়ণ মিত্রের নিকট বা ১০৭ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কর প্রেসে' প্রাপ্তব্য।

প্রতি ফর্ম্মার মূল্য ১০ আদ আনা

মফঃসলে অগ্রিম চারি মাসের মূল্য মায় ডাকমাশুল ৸০

যে কোন সংখ্যা একত্রে ১৬ কপি লইলে ডাকমাশুল লাগিবেনা।

উদ্ভ্রান্ত প্রেম।

শ্রীচন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রারিতে প্রাপ্তব্য।

নূতন পুস্তক

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু প্রণত

	মূল্য	ডাকমাশুল
বেদান্ত প্রবেশ	১	৵০
সৃষ্টি (শাস্ত্রসম্মত)	১	৵০
ভক্তাকুসুমাঞ্জলি	১	

অধিকারতত্ত্ব ৷৷০ ৵০

কলিকাতা গুপ্ত যন্ত্রালয়ে ও আদিব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য।

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.

BY

KISHORI LAL SARKAR M. A. B. L.

Price Rs. 3

This is decidedly the best edition of the Indian Evidence Act that we have yet seen Babu Kissoree Lal Sircar has spared no pains to remove the difficueties which stand the uninitiated readers of the Act in the face. He has made the work acceptable to the public generally. *Law Observer.*

To be had at the Amrita Bazar Putrika Office and Tacker Spink & Co's Library.

নূতন নাটক! উৎকৃষ্ট নাটক!!

বীরমালা।

কলিকাতা, বহুবাজার ষ্ট্যানহোপসে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরী ও নূতন ভারত যন্ত্রের এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১, এক টাকা

প্রকাশক শ্রীবেহারি লাল দত্ত

পৃথ্বীরাজ।

অথবা ভারতের সুখশশী যবন কবলে।

নাটক।

ক্যানিং লাইব্রেরি আর্য্যদর্শন যন্ত্রালয়ে এবং সংস্কৃত ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য মূল্য এক টাকা।

প্রকৃত বন্ধু নাটক।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার রায়

প্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ তিন আনা।

কলিকাতা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট কেনিং লাইব্রেরীতে, ৪নং ষ্ট্রেণ্ড রোডে, ও শ্যামবাজার কর প্রেসে প্রাপ্তব্য।

সন্তাপিনী নাটক।

কোন ভদ্র মহিলা কৃত।

মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা ৩৫ নম্বর বাগ বাজার ষ্ট্রীট, জ্ঞান দীপিকা পুস্তকালয়ে, ১১৮ নম্বর অপর চিতপুর রোড ত্রৈলক্ষ নাথ দের দোকানে এবং শ্যাম বাজার গুপী মোহন দত্তের লেন ১ নং ভবনে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীনন্দ লাল গঙ্গোপাধ্যায়

আরব্য উপন্যাস।

প্রতিমূর্ত্তি সহিত আরব্যোপন্যাস অর্থাৎ পারস্যাধিপতির একাধিক সপ্ত রজনীর উপন্যাস শ্রবণ নামক পুস্তক খানি অতি বৃহদাকারে এক খণ্ডে সম্পূর্ণ হইল। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি নিম্ন লিখিত স্থানে মূল্য সহ পত্র প্রেরণ করিলেই পাইতে পারিবেন। মূল্য ২৷৷০। ভাল বান্ধাই ৩ টাকা এবং ডাক মাশুল ৷৷০ আনা।

জনারল লাইব্রারি
১৫ নং চিতপুর রোড } শ্রীবেণী মাধব ভট্টাচার্য্য

পাইকপাড়া নর্শরি।

এই স্থানে উত্তম উত্তম ফল ফুল ও লতার গাছ চারা ও কলম প্রস্তুত আছে। যে রকমের যাহার প্রয়োজন হইবে মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন। আর দেশী ও বিলাতি গোলাপ প্রায় ১২৫ প্রকারের কলম প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাদের ও অন্য অন্য ফুল গাছের এই ঠিক রোপণের সময়। নাগাইত চৈত্র রোপণ করিলে ইহাদের মরিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাহার পরে জল দিয়া গাছ বাঁচাইতে হয়। এখানে গাছের দর অতিশয় সুলভ এরূপ আর কোন স্থানে পাওয়া যায় না। যাহাদের বাগানের উপর যত্ন ও শ্রদ্ধা আছে অনুগ্রহ করিয়া আমায় পত্র পাঠালে গাছ সকলের নাম ও নম্বর দিয়া উত্তম রূপে বাক্সে প্যাক করিয়া যিনি যে রূপ বলিবেন রেলে, ইষ্টিমারে বা নৌকায় পাঠাইয়া দিব। নিতান্ত ভরসা করি দেশের রাজা জমিদার ও বড় লোকগণ যত্ন সহকারে এই জাতীয় নর্শরি হইতে স্ব স্ব বাগানের আবশ্যকীয় গাছ সকল অবশ্যই লইবেন। গাছের নাম ও দরের তালিকা ইংরাজিতে ছাপান আছে আবশ্যক হইলে বিনা মূল্যে পাঠাইয়া দিব।

এখানে সর্ব প্রকার দেশী ও বিলাতি বাগান সাজাইবার যোগ্য চিরস্থায়ী ফুলের বিচ যখন যাহা রোপণ করিতে হয় পাওয়া যায়। ইহাদের নিমিত্ত গ্রাহক হইতে গেলে বার্ষিক ১৪ টাকা অগ্রিম দিতে হয়।

এখানে ৪০ রকমের আঁবের কলম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেক গুলিই উৎকৃষ্ট ও অতি বৃহৎ।

শ্রীমৃত্যু গোপাল চট্টোপাধ্যায়

পাইকপাড়া, নর্শরি, কলিকাতা।

অজয়-নন্দিনী নাটক।

মূল্য ১৵০ স্বাক্ষর কারিদিগের প্রতি ৸০

যাঁহারা স্বাক্ষর করিবেন আপনাদের নাম, ধাম লিখিয়া দশবরা শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট অবিলম্বে পাঠাইবেন। উক্ত পুস্তক যন্ত্রস্থ।

মফঃস্বলের মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	হুগলি ১২
"	দিনবন্ধু সেন	বরিশাল ৫
"	কেদার নাথ মজুমদার	রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুর ১০
"	উমেশ চন্দ্র মজুমদার	সিলং ৫
"	পরেশ নাথ মুখোপাধ্যায়	ঢাকা ১০
"	রাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	রংপুর গোপালপুর ১০
"	শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়	দেবকগড় ১০
"	নশীরাম মুখোপাধ্যায়	পাটীকাবাড়ি ১০
"	প্রসন্ন কুমার চৌধুরী	টেঙ্গাইল ময়মন সিং ১৷৷০
"	হরি মোহন দত্ত	কানুনগুই জঙ্গীপুর ৫
"	দুর্গাদাস আচার্য্য চৌধুরী	মুক্তগাছা ময়মন সিং ৮৷৷
"	উত্তম চন্দ্র ঘটক	আলমডাঙ্গা নদিয়া ১০
"	হরিশ চন্দ্র রায়	মোং বৃন্দাবন ২০
"	হিতলাল মিশ্রী	মানকর বর্দ্ধমান ১৩৵০
"	রাস বেহারী বসু	রামপুর হাট ১৷
"	লাল মিত্র জিত সিং	ঢাকা ১০
"	কালি নাথ বিশ্বাস	জলাবী বরিশাল ১০
একটিং সেক্রেটরী		পাবলিক লাইব্রেরী রাণীগঞ্জ ৫৷৷
কুমার কেদার নারায়ন		রায় বাহাদুর রাজসাহী ১৫

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮২ সাল ২০এ ফালগুন বৃহস্পতিবার।

ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতেশ্বরী হইবার যত্ন।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভায় "নেটিব কইনেজ' বিল নামক একটী নূতন আইনের পাণ্ডু লিপি উপস্থিত হইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য এই। এদেশীয় স্বাধীন রাজারা এখন নিজ নিজ টাঁকশালায় টাকা প্রস্তুত করেন, কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইলে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ইংরেজদের টাঁকশালায় টাকা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবেন। ইন্দোরের মহারাজা হলকর আপনার টাঁকশালা উঠাইয়া দিয়া ব্রিটীশ গবর্ণমেন্টের টাঁকশালায় টাকা অঙ্কিত করিয়া লইতে স্বীকৃত হন। বরদা রাজ্যের টাকাও গবর্ণমেন্টের টাঁকশালায় প্রস্তুত হইবে। এই দুই রাজ্যের অধিপতি অগ্রসর হওয়ায় বোধ হয় গবর্ণমেন্ট এই আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার আরো নিগূঢ় তাৎপর্য্য থাকিতে পারে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পালিয়ামেন্টে একটী আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বরী এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে কোন রূপ উপাধি প্রাপ্ত হন না। পার্লিয়ামেন্টে এবার তাঁহাকে (এমপ্রেস অব ইণ্ডিয়া) "ভারতেশ্বরী" উপাধি প্রদানের প্রস্তাব হইয়াছে। ইংরাজেরা প্রথম এ দেশে বাণিজ্য করিতে আগমন করেন। বাণিজ্য উপলক্ষে এ দেশের রাজনৈতিক বিষয়ে প্রবেশ করেন। ক্রমে রাজ বিচারালয়ে ইহাদের আধিপত্য হয়। তৎপরে বাণিজ্য সৌকর্য্যের নিমিত্ত কিছু স্থান প্রাপ্তির অভিলাস হয়। এ অভিলাস পূর্ণ হইলে, ভারতবর্ষে কিছু রাজ্যস্থাপন করিয়া আধিপত্য করিবার ইচ্ছা হয়। সে আশাও বিধাতা পূর্ণ করেন। তদপরে রাজ্য বিস্তারের আশা বলবতী হয়। সে আশাও সফল হইয়াছে। তৎপরে ভারতবর্ষে দিল্লির সম্রাটের যেরূপ আধিপত্য ও সম্মান ছিল তাহা প্রাপ্তির আশা হয়। বিধাতা সে আশাও সফল করিয়াছেন। এখন তাহাদের ইচ্ছা হইয়াছে ভারতবর্ষ বাসীরা ইংলণ্ডের রাজ্ঞীকে "দিল্লীশ্বরী" বলিয়া ডাকেন। তিনি দিল্লির সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং ভারতবর্ষের সমুদয় রাজারা তাঁহাকে "রাজচক্রবর্ত্তিনী" বলিয়া অভিবাদন করেন। দিল্লির সম্রাটের সম্মুখে ভারতবর্ষের রাজারা যেরূপ ধুলায় লুণ্ঠিত হইয়া সম্মান করিতেন, ইংলণ্ডের রাজ্ঞীকেও এ দেশীয় রাজগণ সেই রূপ সম্মান দেখান। আবার "ভারতেশ্বরী" পদ প্রাপ্ত হইবার আর একটু নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। ইংরাজেরা বিশ্বাস করেন যে, এদেশে যদিও তাঁহাদের প্রতাপ অখণ্ড, যদিও দিল্লীশ্বর অপেক্ষা রাজারা তাঁহাদের আধিপত্যে অধিক সশঙ্কিত, তত্রাচ তাঁহারা বিদেশীয়, ও বিদেশীয় রাজার উপর কাহারও অকৃত্রিম আসক্তি উপস্থিত হয় না। যদি ইংলণ্ডের রাজা এখানে অবস্থিতি করিতে পারিতেন তাহা হইলে ইংরাজ জাতির এই ভয় দূর হইত। যদি মহারাণী তাঁহার এক পুত্রকে ভারত রাজ্যের ভার অর্পণ করিতেন এবং ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে স্বতন্ত্র হইত তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু ইহার কিছুই করিবার তাঁহাদের সাধ্য নাই। ইহার যে কোন পথ ইংলণ্ড অবলম্বন করেন, তাহাতেই তাঁহার স্বার্থের ক্ষতি এবং স্বার্থ উপেক্ষা করা ইংলণ্ডের কার্য্য নহে। রাজ পুরুষেরা এই নিমিত্ত দিল্লীশ্বরের ভারতবর্ষে যে পদ ছিল, সেই পদটী গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত লোলুপ হইয়াছেন। দিল্লিশ্বর পদের উপর এদেশীয় লোকের স্বাভাবিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে এবং তাঁহারা বিবেচনা করেন যদি ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এই পদটী গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহার উপর এদেশীয় রাজাদিগের ক্রমে ভক্তি ও শ্রদ্ধা উপস্থিত হইতে পারে। আর একটী কথা আছে। এদেশীয় রাজাদিগের মনে এখনও আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া অভিমান আছে। ইংরাজেরা হয় ত মনে মনে ভাবেন যে, বিদেশীয় অধিকার মধ্যে এরূপ লোক থাকা নির্ব্বিঘ্ন নহে যাহাদের মনে স্বাধীনতার অভিমান বিরাজ করিতেছে। ইংলণ্ডের রাজ্ঞী দিল্লীশ্বরের সিংহাসনে যদি একবার উপবেশন করেন তাহা হইলে লোকের মন হইতে এই অভিমান অন্তর্হিত হইবে। সিপাহী যুদ্ধের পর হইতে তাঁহারা ইহার নিমিত্ত আরো অধিক ব্যাকুল হইয়াছেন। শিপাহী যুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশীয় স্বাধীন রাজাদিগের সঙ্গে ব্রিটীশ গবর্ণমেন্ট সন্ধি পত্র দ্বারা পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। এদেশীয় রাজারা স্বাধীন বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। শিপাহী যুদ্ধের অবসান হইলে এ দেশীয় স্বাধীন রাজাদিগের মন অত্যন্ত উতলা হয়। তাহারা দেখেন যে, ইংরাজেরা সন্ধি উপেক্ষা করিয়া অযোধ্যার রাজ্য অধিকার করিলেন। শিপাহী যুদ্ধের অবসান হইলে গবর্ণমেন্ট ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করেন। তখন তাঁহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া স্বাধীন রাজারা ভয়ে কম্পিত হইলেন। রক্তপাত এবং শত্রু নির্যাতনের সীমা কোথায় গিয়া পরিসমাপ্তি হয় ইহা তাহারা স্থির করিতে পারিলে না। তইংরেজ গবর্ণমেন্টের তাঁহাদের সন্ধির উপর আর আস্থা রহিলনা। ইংরাজদিগের ধর্ম্ম জ্ঞানের উপর তাঁহারা আর নির্ভর করিলেন না। ইংরাজ জাতির ধর্ম্ম জ্ঞান তখন অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাঁহারা আসুরিক ভাব ধারণ করেন। সুচতুর গবর্ণমেন্ট দেখিলেন এ দেশীয়দিগের স্বাধীনতার মূলে অস্ত্রাঘাত করিবার এই সুযোগ উপস্থিত। এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত ১৮৬২ খৃ অব্দে লর্ড ক্যানিং দেশীয় স্বাধীন রাজাদিগকে পোষ্য পুত্র রাখিবার নিমিত্ত সোনন্দ পত্র অর্পণ করিলেন। রাজারা অনেকে এই সোনন্দ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন, তখন তাঁহারা ভয়ে দিশিহারা হইয়া ছিলেন। তাঁহারা বিস্মৃত হইলেন যে, তাঁহারা স্বাধীন। পোষ্য পুত্র গ্রহণের নিমিত্ত ব্রিটীশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিলে তাঁহারা এক রূপ আপনাদিগের অধীনতা স্বীকার করিলেন। এই অবধি দরবারের সৃষ্টি হইল এবং এই অবধি এক এক করিয়া রাজারা ইংরাজদিগের নিকট এক একটী স্বাধীন স্বত্ব অর্পণ করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেন্ট তদবধি স্বাধীন রাজাদিগের সঙ্গে অন্য রূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে সমকক্ষের ন্যায় পত্র লিখিতেন, তদবধি অধীনস্থ রাজার প্রতি যে রূপ ভাবে পত্র লেখা উচিত পত্রের সেই রূপ পাঠাপাঠ আরম্ভ হইল। তাহার পরে লর্ড লরেন্স দিল্লির দরবারে দেশীয় রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। তার পর লর্ড মেও যোধপুরের রাজাকে দরবার হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলেন, তার পর বরদার গাইকোয়াড়ের সিংহাসন লইয়া লর্ড নর্থব্রুক আপত্তি উত্থাপন করিলেন। বরদার রাজাকে বন্দী করিয়া তাঁহার রাজ্য অপরকে দিলেন। জয়পুর ও সিন্ধিয়া গবর্ণর জেনারলের আজ্ঞাধীন হইয়া বরদায় গমন করিলেন। গবর্ণমেন্ট এই রূপে এক এক করিয়া এ দেশীয় স্বাধীন রাজাদিগকে এক রূপ বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা স্বাধীন রাজা নহেন, ব্রিটীশ অধিকারের প্রজা। তথাচ তাঁহাদের একটী বিষয় অবশিষ্ট রহিয়াছে। এখনও এ দেশীয় স্বাধীন রাজারা ইংলণ্ডের রাজ্ঞীকে দিলীশ্বরী বলিয়া রাজ ভক্তি দেখান নাই। এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত বোধ হয় যুবরাজ এ দেশে আগমন করেন এবং এই উদ্দেশ্য সফলতার কিছু মাত্র ত্রুটি না থাকে এই নিমিত্ত নিজামকে দরবারে আনিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট এ রূপ যত্ন করেন। এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত নেটিব কইনেজ বিল ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইয়াছে এবং পার্লিয়ামেন্ট মহারাণীকে "ভারতেশ্বরী" উপাধি প্রদান করিতেছেন। যুবরাজ ভারতবর্ষে আগমন করায় এ দেশীয় স্বাধীন রাজারা দেখিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের রাজ্ঞী তাঁহাদের অপেক্ষা কত উচ্চ। ইহাতে তাঁহার উপর এ দেশীয়দিগের শ ভক্তির উদয় হয় নাই, ভয়েরও উদ্রেক হইয়াছে, অন্ত রাজ পুরুষেরা এই রূপ গণনা করিতেছেন। এই সুযো তাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বরীকে ভারতেশ্বরী উপাধি প্রদা করিবেন সংকল্প করিয়াছেন। পার্লিয়ামেন্ট কুই বিক্টরিয়াকে ভারতেশ্বরী উপাধি প্রদান করিলে হ ত একটি দরবার হইবে এবং তথায় এ দেশীয় রাজা তাঁহাকে ভারতেশ্বরী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাটি বিধিবদ্ধ হইলে রাজারা ইচ্ছায় অনেচ্ছায় ব্রিটিশ রাজ্যের মুদ্রা নিজ দেশ প্রচলিত করিতে বাধ্য হইবেন। তৎপরে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট হয় ত প্রস্তাব করিবেন যে, দেশীয় রাজার রাজ্যের বিচার ও রাজস্ব সংক্রান্ত ভার লইয়া রাজ্য করুন, সৈনিক বিভাগ গবর্ণমেন্টের হস্তে অর্পিত হউক এখন অবধিই অনেকে এই রূপ প্রস্তাব করিতেছেন এবং ক্রমে ক্রমে এ দেশীয় স্বাধীন রাজাগণ বাঙ্গলার জমিদারগণের শ্রেণীতে উপনীত হইবেন। ইহাতে মঙ্গল কি অমঙ্গল হইবে তাহা বিধাতা জানেন, কিন্তু যে দিন পঞ্জাব ইংরাজেরা আধিকার করিয়াছেন সেই দিন অবধি আমরা গবর্ণমেন্টের নিকট হতাদর হইয়াছি।

মফস্বলের মিউনিশিপালিটি সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি।

কলিকাতার মিউনিশিপালিটি সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক দ্বারা দেশের অশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা। মিউনিশিপালিটি শুদ্ধ কলিকাতায় নাই, মফস্বলেও আছে। কলিকাতায় শুদ্ধ মিউনিশিপালিটির অত্যাচার না, মফস্বলেও ইহার অত্যাচার আছে। বর্ত্তমান তর্ক বিতর্ক দ্বারা যদি কলিকাতা মিউনিশিপালিটির কোন উপকার হয়, তবে সে উপকারের প্রতিভা মফস্বলে প্রতিভাত হইবার সম্ভাবনা। এই রূপ উপকৃত হইবার আরও একটি সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতা ও মফস্বল মিউনিশিপালিটির আইন এক সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতার করদাতারা যত্ন পূর্ব্বক এখানকার মিউনিশিপালিটির যে কোন উন্নতি সাধন করিতে পারেন, মফস্বলবাসীরা তাহার দ্বারা উপকৃত হইতে পারেন। তবে গবর্ণমেন্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক কি অযত্নসম্ভূত কখনই আমাদিগকে কিছু প্রদান করেন নাই এবং করিবেনও না। কলিকাতার করদাতারা উদ্যোগ করিয়া যে পথ পরিষ্কার করিবেন, গরর্ণমেন্ট সহজে মফস্বলবাসীদের নিমিত্ত সে পথ গুলি পরিষ্কার করিয়া দিবেন না, কিন্তু তথাচ ইহাতে একটি বিশেষ উপকার হইবে। মফস্বলবাসীরা যদি এখন এই উদ্যোগে কিছু গোলযোগ করেন তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট কলিকাতাবাসীদিগকে যে স্বত্ব প্রদান করেন, মফস্বলবাসীদিগকেও উহা প্রধান করিতে বাধ্য হইবেন। এই নিমিত্ত মফস্বলবাসীদিগের এই একটি সুসময় উপস্থিত। এ সময় তাহারা নিদ্রিত থাকিলে দেশের বিশেষ অপকার করিবেন। গবর্ণমেন্টের যেরূপ অভিপ্রায় তাহাতে ক্রমে ক্রমে দেশের সর্ব্বত্র মিউনিশিপালিটি বিস্তার হইবে, সুতরাং মিউনিশিপালিটি দ্বারা এখন নগরে উপনগরে যে অপকার কি উপকার হইবে তাহা ক্রমে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। মিউনিশিপালিটির বর্ত্তমান অবস্থায় যে, অনেক দোষ আছে তাহা সকলই স্বীকার করেন। ইহা দ্বারা যে অনেক অত্যাচার হয় তাহাও অনেকে জানেন। মিউনিশিপালিটির অর্থ যে এখন অপব্যয় হয় তাহাও সকলে জানেন এবং ইহা দ্বারা যে, অনেক অনিষ্ট হয় তাহাও বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। যখন দেশের মধ্যে মিউনিশিপালিটি বিস্তার হইবে তখন দেশময় এই রূপ অত্যাচার এবং অপব্যয়ের বৃদ্ধি হইবে। এই অনিষ্ট এবং অপব্যয় নিবারণের সুযোগ এই। যখন ক্যাম্বেলসাহেব মিউনিশিপালিটি আইন দেশে প্রচার করার যত্ন করেন, তখন দেশের লোক উৎসাহ সহকারে তাহার প্রতিবা

করেন। তাহাদের প্রতিবাদ সফল হয়। আবার এবার যদি উৎসাহ সহকারে যত্ন করেন তাহা হইলে তাহারা দেশের বিশেষ উপকার করিবেন। টেম্পল সাহেব কলিকাতা মিউনিশিপালিটি সংক্রান্ত যে পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছেন, মফস্বল মিউনিশিপালিটিতে যে কয়েকটি গুরুতর দোষ আছে ইহাতেও তাহার অনেক গুলি দোষ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই দোষ গুলি সংশোধন করিবার নিমিত্ত কলিকাতাবাসীদিগের অনেকে যত্ন করিতেছেন, তাহারা কিয়ৎ পরিমাণে ইহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। মফস্বলের নিমিত্ত যে মিউনিশিপাল আইন হইতেছে তাহাতে গবর্ণমেন্ট ব্যবস্থা করিতেছেন যে, মিউনিসিপালিটির মধ্যে যে সমুদয় স্কুল, ডিসপেন্সরী, প্রভৃতি আছে তাহার ব্যয় মিউনিশিপালিটির বহন করিতে হইবে। এ সমুদয় ব্যয় বরাবরি গবর্ণমেন্ট বহন করিয়া থাকেন। এই আইন দ্বারা গবর্ণমেন্ট এই ব্যয় গুলি আমাদের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিতেছেন। শুদ্ধ ইহাও নয়। যেরূপ হইতেছে তাহাতে কমিসনারেরা ইচ্ছা করিলে এক মিউনিশিপালিটির টাকা অপর মিউনিশিপালিটির ব্যয় বহনার্থে অর্পণ করিতে পারিবেন অর্থাৎ কৃষ্ণনগরের মিউনিশিপালিটির টাকা কমিসনারেরা ইচ্ছা করিলে রাণাঘাটে, কি শান্তিপুরের টাকা কৃষ্ণনগরে ব্যয় করিতে পারিবেন। এই ধারার কিয়দংশ কলিকাতা মিউনিশিপালিটি আইনে সন্নিবেশিত হয়। করদাতাদিগের প্রার্থনায় গবর্ণমেন্ট এই অংশটী কলিকাতার মিউনিশিপালিটির আইন হইতে প্রায় উঠাইয়া দিয়াছেন। মফঃস্বলের মিউনিশিপালিটির করদাতারা এমনি কর ভারে ভারাক্রান্ত। যদি স্কুল, ডিসপেন্সরী প্রভৃতির ব্যয় তাহাদের উপর অর্পিত হয় তাহা হইলে তাহারা রসাতলে যাইবেন। কলিকাতার লোকে মফঃস্বল অপেক্ষা শত গুণে ধনী, সেখানকার লোকে যে ভার বহন করিতে অশক্ত মফঃস্বলবাসীরা সে ভার কি রূপে বহন করিবেন? মফঃস্বলবাসীদিগের ইহার প্রতিবাদ করা অতি কর্ত্তব্য। তাহারা প্রতিবাদ করিলে গবর্ণমেন্ট তাহাদের প্রতিবাদের প্রতি উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। কলিকাতাবাসীরা জষ্টিশ মনোনীত করার ভার গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা বলিতেছেন যে, গবর্ণমেন্টের কোন রূপ শাসন কমিশনারদিগের কার্য্যের উপর থাকিবে না। কমিশনারেরা করদাতাদিগের দ্বারা নিযুক্ত হইবেন এবং তাহারা স্বাধীন ভাবে মিউনিশিপালিটীর কার্য্য করিবেন। গবর্ণমেন্ট কোন রূপে তাহাদের কার্য্যের উপর শাসন করিতে পারিবেন না। গবর্ণমেন্ট এই শাসন রাখিতে চান বলিয়া আইনে এই শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। করদাতারা ইহা লইয়া ভারি গোলযোগ করিতেছেন। লীগের পক্ষ হইতে এই বিষয়ের নিমিত্ত কলিকাতার অনেক গুলি ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত লোক লেপ্‌টেনান্ট গবর্ণরের নিকট গমন করেন এবং লেপ্‌টেনান্ট গবর্ণর তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, এ বিষয়ে তিনি যাহাতে ভাল হয় তাহা করিবেন। মফস্বল মিউনিশিপালিটী আইনে গবর্ণমেন্ট করদাতাদিগকে কমিশনার নিযুক্তের ভার অর্পণ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হইতেছেনা। কমিশনারেরা বটে করদাতাদিগের দ্বারা নিযুক্ত হইতেছেন, কিন্তু তাহারা স্বাধীন ভাবে কার্য্য করা সুকঠিন। গবর্ণমেন্ট পদে পদে ইহার প্রতিবন্ধকতা করিবেন। মফঃস্বলে মাজিষ্ট্রেটগণ মিউনিশিপালিটীর চেয়ারম্যান। মাজিষ্ট্রেটদিগের সেখানে অখণ্ড প্রতাপ। কোন কমিশনারের এরূপ সাধ্য নাই যে, মাজিষ্ট্রেটদিগের অমতে কোন কার্য্য করেন। শুদ্ধ ইহাও নহে। যত কমিশনার নিযুক্ত হয় তাহার দুই তৃতীয়াংশ করদাতারা নিযুক্ত করিবেন এবং অপর এক ভাগ গবর্ণমেন্ট নিযুক্ত করিবেন। এতদ্ভিন্ন জেলার মাজিষ্ট্রেট, মহকুমার মাজিষ্ট্রেট এবং জেলার মেডিকেল অফিশরেরাও কমিশনার হইবেন। সুতরাং গবর্ণমেন্টের পক্ষে মাজিষ্ট্রেট, ডাক্তার এবং তিন ভাগের এক ভাগ কমিশনার থাকিতেছেন। মফঃস্বলে একলা মাজিষ্ট্রেট ইচ্ছা করিলে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন, সেখানে তাহার পক্ষে আর এত গুলি কমিশনার থাকিতেছেন। এখানেই গবর্ণমেন্টের শাসনের সমাপ্তি হইতেছে না। কমিশনারেরা যাহা ব্যবস্থা করুন বিভাগের কমিশনার কি লেপ্‌টেনেন্ট গবর্ণর ইচ্ছা করিলে সমুদয় উলটাইয়া দিতে পারেন। মফঃস্বলবাসীদিগের এ বিষয়েও কিছু প্রতিবাদ করা উচিত। লেপ্‌টেনেন্ট গবর্ণর যদি কলিকাতা করদাতাদিগকে এ বিষয়ে কোন স্বত্ব পরিত্যাগ করেন তবে মফস্বলবাসীদিগেরও এ স্বত্ব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। মফঃস্বলবাসীরা যদি গবর্ণমেন্টে এই প্রার্থনা করেন যে, যখন মফস্বলের চেয়ার ম্যান মাজিষ্ট্রেট আছেন তখন সমুদয় কমিশনার করদাতা কর্ত্তৃক মনোনীত হইলেও গবর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ শাসন থাকিবে তাহা হইলে বোধ হয় তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভার কোন কোন সভ্য কমিশনারগণের তিন ভাগ করদাতৃদিগের দ্বারা এবং অপর এক ভাগ গবর্ণমেন্টের দ্বারা মনোনীত হওয়ায় প্রস্তাব করেন। বাবু কৃষ্ণদাস পাল আপত্তি না করিলে বোধ হয় এই প্রস্তাবই গ্রাহ্য হইত। যদি কমিশনার গণের তিন ভাগ করদাতৃদিগের দ্বারা মনোনীত হয় তাহা হইলে করদাতৃ দিগের ক্ষমতার কিছু বৃদ্ধি হইবে। মফস্বলের মিউনিশিপ্যালিটি আইনটি অনেক বিষয়ে ভারি নিষ্পীড়ক হইবে। এখন যত্ন করিলে ইহার অনেক সংশোধন করা যায়। মফস্বলবাসীরা মনোযোগ করিলে অনায়াসে ইহার সংশোধন করিতে পারেন। মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা দেশের উপকার আছে কিন্তু গবর্ণমেন্টের এটি অন্যতর শোষণ যন্ত্র। মিউনিশিপ্যালিটির দ্বারা গবর্ণমেন্ট ক্রমে ক্রমে গবর্ণমেন্টের অনেক ব্যয় প্রজার উপর অর্পণ করিতেছেন। রোড সেস করিয়া পবলিক ওয়ার্কের ব্যয় গবর্ণমেন্ট আমাদের স্কন্ধে অনেক অংশে নিঃক্ষেপ করিয়াছেন। আবার মিউনিশিপালিটীর দ্বারা স্কুল, ডাক্তার খানা প্রভৃতির ব্যয় আমাদের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিবার সুযোগ করিতেছেন। এই সময় উদ্যোগ না করিলে শেষে অনুতাপ করিতে হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমরা উদ্যোগ করিলে অনায়াসে এই ভাবী অমঙ্গল হইতে নিস্তার পাইতে পারিব। ক্যাম্বেল সাহেব মিউনিশিপালিটী আইন যখন প্রচার করিবার যত্ন করেন তখন যেরূপ সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া ছিলেন, আবার সেই রূপ দণ্ডায়মান হউন, সেবারও যেরূপ জয় লাভ হইয়াছিল এবারও সেই রূপ জয় লাভ হইবে। টেম্পল সাহেব ক্যাম্বেল সাহেবের ন্যায় জন সাধারণের মত উপেক্ষা করেন না, প্রত্যুত আমারা দেখিতেছি তিনি সাধারণের অনভিমতে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না।

বিজ্ঞান সভা।

টেম্পল সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যদি ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার তাঁহার বিজ্ঞান সভার নিমিত্ত ৭০ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া উহার ৫০ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিতে পারেন এবং মাসে একশত টাকা চাঁদা তুলিতে পারেন তাহা হইলে সভার সাহায্যার্থে গবর্ণমেন্ট একটি গৃহ কয়েক বৎসরের নিমিত্ত বিনা ভাড়ায় প্রদান করিবেন। এই নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট বহুবাজারে একটি বাটি ক্রয় করিতেছেন। সার রিচার্ড টেম্পলের সন্দেহ আছে যে, মহেন্দ্র বাবুর সংকল্পিত বিজ্ঞান সভা কার্য্যে পরিণত হয় কি না। এই নিমিত্ত তিনি কতক গুলি নিয়মে আবদ্ধ করিয়া উহার সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। এদেশীয় অনেকের এমন কি যাহারা বিজ্ঞান সভার সাহায্যার্থে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহাদের মধ্যেও অনেকের এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। যে দিন টেম্পল সাহেব লীগের কালেজের সঙ্গে মহেন্দ্র বাবুর সভা একত্রিত করিবার যত্ন করেন সে দিন মহেন্দ্র বাবুর পক্ষের লোক এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁহার সংকল্পিত বিষয় কৃতকার্য্য হওয়ার প্রতি স্বভাবতঃ সন্দেহ উপস্থিত হয়। যে দেশে অন্নের স্বচ্ছলতা নাই, সে দেশে বিজ্ঞান চর্চ্চা হওয়া কঠিন। মনুষ্যের শরীর রক্ষার যত্ন অগ্রে তৎপরে অন্ন চিন্তা। বিজ্ঞানের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া উহার উপাসক হইবে এরূপ লোক এদেশে এখনও জন্মে নাই। মহেন্দ্র বাবু যখন নিজে গৃহে বৈজ্ঞানিক উপদেশ দেওয়ার নিমিত্ত জন সাধারণকে নিমন্ত্রণ করেন তখন তিনি ইহার স্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফাদার লাফোঁ। ইহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছেন। অভাব না হইলে উহার পূরণ করার অভিলাস হয়না। এত দিন এদেশে লোকের মনে বিজ্ঞান শিক্ষার ইচ্ছা আপনা হইতে উৎপত্তি না হইতেছে তত দিন বিজ্ঞান সভার কার্য্য সুচারু পূর্ব্বক চলা কঠিন। বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ একটি অপূর্ব্ব বিলাস ভোগ। গৃহে অন্ন না থাকিলে লোকের বিলাস ভোগের ইচ্ছা হয়না। মহেন্দ্র বাবু এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি এখানি অতি যত্ন পূর্ব্বক লিখেন। লোকের জানিবার যোগ্য ইহাতে অনেক বিষয় থাকে। কিন্তু তিনি জানেন যে এদেশে তাঁহার মাসিক পত্রিকার কত আদর। যাহা হউক তিনি যেরূপ যত্ন পূর্ব্বক এই সভার অনুষ্ঠান করিতেছেন ইহাতে তাঁহার কৃতকার্য্য হওয়া কর্ত্তব্য অন্তত দেশীয় লোকের তাহার সঙ্গে যোগ দেওয়া উচিত এবং মহেন্দ্র বাবুরও উচিত যে, তিনি এরূপ ভাবে এই কার্য্য আরম্ভ করেন যাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। তিনি যদি লীগের কালেজের সঙ্গে যোগ দিতেন তাহা হইলে তাঁহার কৃতকার্য্য হওয়ার কতক সুবিধা হইত। আর কিছু না হউক তাহা হইলে তাঁহার অর্থের অনেক সাহায্য হইত। তিনি বোধ হয় উত্তমরূপে জানেন যে, টাকা সংগ্রহ করা কত কঠিন কাজ। ৬। ৭ বৎসরে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিও ৮০। ৯০ হাজার টাকার অধিক তুলিতে পারিলেন না। যাঁহার চাঁদার বহিতে সহি করাইতে ছয় বৎসর লাগিয়াছে, তাঁহার তাহা সংগ্রহ করিতে যে কিছু কষ্ট হইবে তাহার কোন ভুল নাই। তিনি সমুদয় টাকা যে সংগ্রহ করিতে পারিবেন না তাহা ও বোধ হয় তিনি জানেন। আবার লেপ্‌টেনেন্ট গবর্ণর যেরূপ প্রস্তাব করিতেছেন তাহাতে তাঁহার ৫০ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ হাতে রাখিতে হইবে। ৫০ হাজার টাকার সুদ ২ হাজার টাকা। এই দুই হাজার টাকাতে সভার মাসিক ব্যয় সংকুলন হয় কি না সন্দেহ। চাঁদা তুলিয়া কার্য্য করা যত সহজ এবং উহার উপর যত নির্ভর করা যায় তাহা আমরা সকলেই জানি সুতরাং তিনি যদি ৮০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার সভার যন্ত্র পুস্তক এবং অন্যান্য বিষয়ের নিমিত্ত ৩০ হাজার টাকা মাত্র থাকিবে। তিনি কি বিবেচনা করেন ইহাতে তাঁহার কার্য্য চলিবে? তিনি যে আর অধিক টাকা সংগ্রহ করিবেন বোধ হয় তাঁহার সে আশা নাই। আমরা এই নিমিত্ত তাঁহাকে আবার অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি লীগের কালেজের সঙ্গে যোগ দেন। তাহা হইলে উভয়েরই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। সভা ও কালেজের কার্য্য এক গৃহ, এক পুস্তকালয় এক যন্ত্রালয় প্রভৃতি দ্বারা চলিতে পারে। কোন কোন অধ্যাপকও উভয় কার্য্য সমাধা করিতে পারেন। আমরা মহেন্দ্র বাবুকে এই নিমিত্ত পূর্ব্বেও অনুরোধ করিয়াছিলাম, এখনও একত্রিত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি। আমাদের আত্মবিচ্ছেদের এখন সময় হয় নাই। তাঁহার এবং লীগের উদ্যোগ ও উৎসাহ যদি একত্রিত হয়, তাহা হইলে এদেশে বহুল পরিমাণে বিজ্ঞান চর্চা হইবার সম্ভাবনা। মহেন্দ্র বাবুর আর একটি কথা মনে করা উচিত। যাঁহারা তাঁহার সভাতে অর্থ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY MARCH, 1, 1876.

It is definitively settled that the import duties are to be at last abolished.

—ooo—

We are glad to learn that Lord Ulicke Browne is not going to leave the Presidency Division permanently. His health failing, he wanted to go to the hills and hence this arrangement to suit the convenience of His Lordship. He will come back by November next. Dospite all the failings of Lord Ulicke Browne, his administration of the three or four most advanced districts in India gave universal satisfaction, and we are sure that his absence though temporary, will be keenly felt by all classes of the people.

— oo—

It has given us intense satisfaction to learn that progressive Bramhoism is gradually assuming a new phase. The Bramhos were so long considered as out-castes and renegades, and we must say that the Hindoos had just grounds for thinking them so. They repudiated Hinduism and scorned to call themselves Hindoos They neglected the teachings of their own Saints and followed those of the Bible and the consequence was that while the Hindoos repudiated them, the Christians sympathised with their movements. So long they never sought the sympathy of the Hindoos and gloried in their severence from them, but now they are trying to revive the Hindu spirit of the Bramho Somaj. We sincerely wish them God speed.

——ooo——

On Friday the 25th February, a deputation of the Indian League consisting of both the houses of the Sovabazar family, the Dattas of Nimtollah and Hatkholla, the Raja of Jessore, the leading merchants of Hatkholla, Puthuriaghatta and Barrabazar, some of the Mullicks of Burrabazar and Jorrasanko, Mittras of Simlah, Dosses of Kapalitollah, Ghoses of Puthuriaghatta, the representatives of the late P. C. Tagore, Maharani Surnamoye Rajah Badya Nath and others thirty-eight in all belonging to the highest families in Calcutta waited on His Honor the Lieutenant-Governor at Belvedere on the subject of the Municipal Bill. His Honor received the deputation courteously, shaking hands with each and every one, and asked them to proceed to business. An address was then read by the Chairman of the League.

Some conversation took place, in the course of which the Chairman recognizing the primary duty of Government, and consequently, the neceessity of some power of control on its part, submitted that the controlling sections as they stood, contained words calculated to cause alarm. If the section had been obviously framed, only to restrain the Commissioners from unduly reducing taxation by the stoppage of drainage, and other sanitary works to the detriment of public health, there could not have been much alarm; but since compulsory increase of taxation seemed to be threatened on indefinite complaints from parties also un efined, and after an inquiry which might be *exparte*, or in a corner, the Calcutta community has been much agitated and alarmed. The deputation expressed its full confidence in His Honor the Lieutenant Governor, and believed that, even if the bill passed as it was, still it could not during his tenure of office, be allowed to become the means of any inconvenience, since he must feel a paternal interest in the representative principle inaugurated by himself for introducing self-government among the people. But *another king might arise who knew not Joseph.*

His Honor closely argued the matter with the deputation, and at last admitted that theire was sufficient cause for the people to take alarm. He said he was convinced that the Sections 22 and 58 are really threatening, though the Government never intended to carry the threat into effect. The sections ought to be considerably modified, and he would propose to create something like a court of inquiry, to which the power at present proposed to be conferred on Government by the above-named sections might be transferred. The deputation unanimously expressed their satisfaction at this concession.

Baboo Kally Mohun Dass then eloquently urged that the nomination of one fourth of the total number of the Commissioners by the Government would be quite sufficient for supplementing any possible deficiency in the elections. His Honor promised to give his best consideration to the subject, and the party returned from Belvedere with many assurances of satisfaction.

——ooo——

THE PROGRESS OF DESPOTISM.—The bond is being gradually tightened, and we see it, feel it without the power of extricating ourselves from it. While the British Government is emancipating slaves in distant regions, fighting for them, spending money and sending out Embassies, here in India the peaceful subjects of Her Majesty are gradually being deprived of the vestige of liberty that they possessed. Generous England moves at the call of African unfortunates, but the piteous cries of her subjects in India moves her not. The good old days are all over and the late Lord Mayo inaugurated a new system of governing India which is spreading discontent like wild fire. India is no longer to be governed by law but by individuals. The people of India are no longer to be trusted as the fellow subjects of Englishmen or treated as free citizens of a constitutional Government, but as a lot of unruly mob to be kept down under the rod. As time advances, and the world progresses, India's fate is not to join in the general march, time only brings upon her additional fetters, and at each step she drags a heavier chain.

It was during Lord Mayo's reign that the gagging Act was passed, which gave an unmistakable proof that England was merely a conqueror and India a mere subject; that their relationship with one another was not of affection, sympathy and love but of distrust and enmity. The Government distrusts the people. and need we say that the inevitable effect is that the people distrust the Government in return? Confidence begets confidence and distrust distrust. That Act pointed out, as if mockingly, that though Government talks big of liberality, of confidence &c., &c., yet in fact it had not the slightest faith upon the loyalty of the people. They forget that it was the people of India who saved them during the dark days of the Sepoy War, and if the Government goes on distrusting them at this rate at every step, the people may not be found so willing to make a common cause with them, should any future contingency occur which however Heaven forbid! It was Lord Mayo's policy which spread discontent amongst a people who were as much content under the British rule as if they were under their own sovereigns.

The new Criminal Procedure Code was then introduced and it was like throwing a bombshell amidst a vast assemblage. There was alarm and consternation in every face and the discontent was raised to the highest pitch. That Code did away altogether with the liberty of individuals and the reign of law By that Code the Magistrates were created despots and placed in charge of every district or the subdivisions of every district. One despot in the India House is quite enough for the peaceful inhabitants of India, but three thousand despotlings were thus let loose upon society. The trial by jury was abolished; the Magistrates were entrusted with powers of punishing any man and under any circumstances; the appellate courts were empowered to enhance the sentence of the lower court—a novelty in the annals of criminal administration! All these were done not during or after the suppression of a mutiny; but when there was peace throughout the length and breadth of the land and no distant prospect of its being disturbed. All these were done not to crush the spirit of a fierce, rebellious, and irrepressible people; but a gentle and unoffending race was thus suddenly, without any provocation whatever, brought under the lashes of a draconian law!

Lord Northbrook's arrival was like a gentle shower during the hot days of May. It soothed the people. and raised their drooping spirits and the good Lord Northbrook was looked upon as a messiah, who came to India to deliver the people from their bondage. But though a generous and good ruler he could not be moved to take pity upon the over-governed people of India. He repaired many a wrong done to us by his predecessors and subordinates, but the greatest he did not touch. There he was immovable. He has sacrificed himself on many occasions for the good of the people he came to govern. He was the means of ridding Bengal of a Governor like Sir George Campbell; he was the first Governor who was for reducing taxes and did not impose a new one; he is the only Governor who dared to defy Manchester and the consequence is that has been forced to resign. All these he did for India, but the system introduced by Lord Mayo was yet not only in full force during his reign but he himself is trying to develp and strengthen it.

Sometime ago we alluded to the endeavors of the Government to undermine the powers of the High Courts in India. These High Courts have hitherto proved the only trusty friends of the people under a despotic sway. The High Courts have hitherto protected the people from despotic power and a vigorous executive, but the Indian Leagislation Act purposes to raise the Viceroy above all Laws and Courts. We have here then despot No. 2, a despot who is more powerful than the Czar of all Russias and at least as irresponsible as the Sultan of Room. Then it was proposed to introduce the New Criminal Procedure Code in the Presidency Towns. As if it was not enough to overawe the 200 millions beyond walls of the chief Towns of India, but the inhabitants of the Town must also taste what the administration of despots is like. Mr. Hope has introduced the Presidency Magistrate's Bill the object of which is the same—to govern the chief cities as *vigorously* as moffasil is governed. The police has been made independent of the Magistrates, and thus virtually every *paharawalla* is to become a despot. There is a link which ties the Police myrmidons from the top to the bottom. They are a band who act in concert and to seek any aid from the police for the oppressions of one of its body is simply labor lost. This independent police headed by the Commissioner alone is a dreary thought, may Heaven protect the people of the City from

away with. The Magistrates who now enjoy the power of summarily sentencing any man to six months' inprisonment will be empowered to extend the sentence to double the period. It is in fact the dreaded Criminal Procedure Code introduced in the Cities.

The next move of Lord Northbrook is to suppress objectionable theatrical performances by force. The following is the *Ukase* promulgated day before yesterday.

1. Whenever the Lieutenant-Governor of Bengal is of opinion that any play, pantomime, or other drama, performed or about to be performed, is—

(*a*) of a scandalous or defamatory nature, or (*b*) likely to excite feelings of disaffection to the Government established by law in British India, or (*c*) likely to deprave and corrupt persons present at such performance, or (*d*) otherwise prejudicial to the interests of the public, the said Lieutenant-Governor, or such officer as he may generally or specially empower in this behalf, may by order prohibit such performance.

2. A copy of any such order may be served on any person about to take part in the performance so prohibited, or on the owner or occupier of any house, room, or place in which such performance if intended to take place, and any person on whom such copy is served. and who does, or willingly permits, any act in disobedience to such order, shall be punishable, on conviction before a Magistrate, with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

3. Any such order may be notified by proclamation, and a written or printed notice thereof may be stuck up at any place or places adapted for giving information of the order, to the persons intending to take part in the performance so prohibited.

4. Whoever, after the notification of any such order—(*a*) takes part in the performance prohibited thereby, or in any performance substantially the same as the performance so prohibited, or (*b*) in any manner assists in conducting any such performance, or (*c*) is present as a spectator during the whole or any part of any such performance, or (*d*) being the owner or occupier, or having the use of any house, room, or place, opens, keeps, or uses the same for any such performance, or permits the same to be opened, kept, or used for any such performance, shall be punishable, on conviction before a Magistrate, with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

5. If any Magistrate has reason to believe that any house, room, or place is used, or is about to be used, for any performance prohibited under this Act, he may, by his warrant, authorize any officer of police to enter, with such assistance as may be requisite, by night or by day, and by force, if necessary, any such house, room or place, and to take into custody all persons whom he finds therein, and to seize all scenery, dresses, and other articles found therein, and reasonably suspected to have been used, or to be intended to be used, for the purpose of such performance.

The story is soon told. The National Theatrical Company entertained crowded houses with the farce of Gajadananda and the Prince. A cry was raised by the friends of Babu Jagadananda that the piece was obscene and disloyal. We did not see it before but we have since seen it and consider it only a harmless piece enough. However painful it may be to the feelings of Babu Jagadananda and his friends to be thus caricatured in the public, the farce was neither disloyal nor obscene. As regards disloyalty, the managers of the Theatre had so little idea of offending His Royal Highness that in the piece his name was not changed, though Babu Jagadananda's was changed into Gajadananda. But whether it was objectionable or not, neither we nor the *Englishman*, are the best judges. That Lord Northbrook should so far forget his dignity as to promulgate at once an ordinance, empowering the local Government with summary powers, at the instance of a newspaper paragraph. is so strange, incredible and unlike his Lordship himself, that we are literally taken aback and do not know what to think. Let all objectionable plays be suppressed, but who is to judge whether the plays are objectionable or not? Why should the powers, which Courts of Justices at present possess to the good of the community, should be suddenly transferred into the hands of individuals? Are not our Courts of Justices sufficiently competent to try such cases and are not our laws sufficiently stringent and deterrent in their nature? But those old days of laws are gone and as we said the bonds are being slowly and surely tightened. The *hookum* of the *huzoor* is to be our law, what more do we deserve?

We have thus taken a rapid and therefore imperfect view of the progress of despotism in this country. In the name of all thing that is sacred that progress must be arrested. We are confident that it can be arrested by some efforts. That effort has not been made. But the Government is paving the way for the successful carrying out of an unanimous and united effort. So long the citizens of Presidency Towns had no interest whatever in taking into their consideration the criminal administration of the country. Now they are going to be equally sacrificed and there must be an unanimous protest to be laid before the Parliament. We must have memorials signed by millions and have them submitted by delegates. It may take six months to complete all the arrangements but a grand effort must be made and all the leading men of the Empire requested to join in this good cause.

——ooo——

THE CALCUTTA MUNICIPALITY.—In a fit of rage the mask has been thrown away. And the so-called representatives stand before the public in their true colours. It is no longer an improvement of the Bill that is sought, it is its abandonment altogether. The *Englishman* urges, coaxes, threatens and bullies Sir Richard Temple to withdraw the Bill at once. That is what they really want, that is what they wanted all along though they dared not

manding an improvement in the bill has its disadvantages. Who knows that Sir Richard may take them at their word and thus crush them with their own weapon? They foresaw the danger, for the Lieutenant Governor without passing the bill, as he said he would, referred the sections, which were particularly condemned, to the Select Committee. His Honor further said that those sections admitted of a great deal of improvement. This is sufficiently alarming and like wise folks they feel that they are on a dangerous ground. They dare not again ask for improvement and amendment, they now demand the withdraw of the Bill altogether! It was in the month of October when the League demanded an elective system the *Englishman* said: "Though under existing conditions, we do not believe that a purely elective system of Municipal Government in Calcutta would be either desirable or practicable, we have no doubt that the time has come for a partial recognition of the principle." Thus a complete system was neither desirable nor practicable only few months ago, last week the same paper would have nothing but the complete system, but now the abandonment of the Bill.

So says also the *Hindoo Patriot*. He says "We hate half-measures." These set phrases may do well to delude a stupid public, but it would be painful to think that they would in this City. He hates half measures, so do we when there is a chance of getting a full one; but are not half-measures better than no measures? What is a full measure then? To our thinking the only full measure hat we can conceive of is the establishment of a sound republican form of Government in India. We are a subject race, under the control of a despotic Government. All our measures therefore must necessarily be half so long we do not found a Government of our own. The admission of natives in the Civil Service, for which our contemporary is so very anxious, is also a half measure, for we see no reason why Englishmen and Scotchmen should hold any service at all in our country. To hate half-measures is to stand still. Indeed for whatever measures our contemporary has advocated and will advocate in future must necessarily half-measures and the only full measure that we can conceive of is what we have said above. To say therefore that he hates half-measures is simply to talk nonsense.

What the *Hindoo Patriot* really wants can be learnt from the following passage: "The evidence which we hope will be laid by the delegates of public bodies and Counsel of the Justices, on Saturday next, may yet satisfy him that the present Bill will not meet the reasonable wishes and aspirations of the Calcutta community, and that the best thing he can do under the circumstances is *to abandon it altogether*." The italics are ours. So the prayer was not, since the present Bill would not meet the reasonable wishes of the people, to improve it, amend it and make it more acceptable, but to abandon it altogether. There you see, amidst all their virtuous indignation against shams, and delusions, the real cause of alarm is gradually oozing out. It is the elective system, it is the elective system that is at fault and not sections 22 and 58. So the hon'ble Kristodas Pal, when last Saturday the bill was referred to the Select Committee, pathetically enquired "whether the Select would consider the necessity of an elective system." His Honor said: "most certainly not" and his rising hope was nipped in the bud.

The real point at issue then is whether there will be selection or election. For election every native of India is, excepting those who are already Justices; and for selection all the Justices and the Anglo-Indians who clearly see danger to the power they already possess. So there is a holy alliance between the two, and the *Hindoo Patriot* declares that the Bill "has proved a fresh bond of union between the Europeans and natives." By "natives" of course native Justices must be understood. For any political identity of interests between the people and the Europeans is simply impossible. The English papers are indignant and so is the organ of the British Indian Association and all speak in the name of the rate-payers! It is also alleged by the latter that Sir Stuart Hogg "has no intention to work under the new system and will go home if the Bill passes." If this be a fact, it does not prove that the new system is opposed to the interests of the rate-payers, but only dangerous to despotic power. If Sir Stuart Hogg feels that his happy days will be over when the Bill shall come into force, the rate-payers must feel that the sooner the Bill is passed it is better for them.

Our own position regarding this bill is a painful one, painful on account of the vast responsibility that has been thrown upon our shoulders. The English Dailies generally lead the people of Calcutta and when they can manage cleverly they almost invariably succeed to carry their point. But we are obliged, almost single-handed, to oppose that baneful influence. The elective system is a boon for which we have long prayed to Heaven. When Sir George Campbell granted it we cordially supported him. We have always tried with the best of our poor ability to induce Moffusil Towns people to pray for the privilege and in many instances we succeeded. But an elective system in Calcutta is altogether a grand affair. Now that the Government is pledged to modify the objectionable sections we in any shape whatever. In Calcutta an elective system means the virtual transfer of the control of the city into the hands of the people. We may not get it at once, but if we but get a partial hold now, we shall see whether the Government does not eventually find itself compelled to part with it altogether. The great point is to make the Government concede the principle. That has been the dream of many a patriot and that dream is being realized. What would a man feel under the circumstances, if he sees, that this great boon shoul be rejected by his countrymen at the instigation of a party inimical to their interests.?

The sections which created alarm have been taken up by the Lieutenant Governor for reconsideration. An influential Deputation of the Indian League waited upon His Honor and Sir Richard Temple admitted that those sections ought to be modified. But he was not willing to transfer the control into the hands of the High Court though he was quite willing to provide so that the government may not exercise arbitrary power. He proposed to constitute a new court composed of three Commissioners, and to which the power of control is to be transferred. One of these Commissioners must be a nominee of the rate-payers. But all these matters will be finally settled next Saturday when the Legislative Chamber will present a brilliant and unusual spectacle. The British Indians, the Justices and the Indian League will send delegates and Counsel on behalf of their respective constituents and possibly deliver grand speeches. But the elective system is safe, for the Select Committee will have no power to consider it, though the hon'ble Krishtodas Pal wanted permission to open the question anew. So there will be very little jarring of interests and we are glad thus to have another exemplication of the truth that Providence brings good out of evil. The Counsel of the Justices will be thus compelled to advocate the cause of the rate-payers.

———ooo———

PARTY SPIRIT AND PATRITISM:—That the *Hindoo Patriot* cannot do any mischief to his country is not from any want of inclination on his part. Possessing a certain amount of influence in the country, he has not been exercising it to the furtherence of the good of his country. He left poor Mulhar Rao to die the death of a felon, because it was Lord Northbrook who persecuted him. But that is an old tale and we do not choose to rake up old matters. When the Indian League was established, our brother ignored its existence altogether; but when that became impossible, he turned round to exercise that influence what he possessed to crush it down. That a body politic like the Indian League was a crying want in the country every one will admit. That it represented at least a certain section of the community which was hitherto unrepresented, that it has given a new political impetus to the people and increased the power of the nation, we think, even the *Hindoo Patriot* in his sober moments, will not deny. What was his duty then, as a professed patriot, towards this new movement? If a patriot, it is his duty to cherish and support it, to rejoice that his fellow countrymen are gradually throwing off their usual lethargy and struggling to assert their rights and trying to form themselves into a nation. But what has been the attitude of the *Hindoo Patriot* all along? He does not see the League in that light, he views it as a hydra-headed enemy which has destroyed his influence with the Government. He is sorry that the League ever came into existence; the strength that the League is daily gaining oppresses him; he is not glad that his countrymen are gaining strength, he is sorry that he is losing his influence; the activity of his own countrymen gladdens him not but pierces his heart, and he is at present labouring under a strange mental aberretion. Long ago he threw away the best policy which directed his steps and he is now in a maze; uncertain which course to follow, unsteady in his counsels, faltering in his steps, incoherent in argument and altogether a helpless man at the mercy of his passions, whims, and caprices. At one time he abuses Sir Richard Temple and at the next moment falls at his feet to cry for mercy. He does not know which side to take and what policy to adopt. He cannot forsake the Government, which, he thinks has forsaken him, after having liberally bestowed so many eulogiums upon Sir Richard and Lord North brook, for the people may laugh at him; neither can he take up the cause of the people who may not again trust him. But in the midst of all his agony he has never forgotten that the cause of all his troubles is the new political Association—the hope of his country. Though uncertain whether to abuse or praise Sir Richard, he has no faltering in the case of the League. He ferrets out passages containing reflection against the League from superanuated vernacular papers to insert the translation in his columns to bring discredit upon the body. He descends to personalities. He calls the Rev. K. M. Banerjea, who responded to the call of his countrymen, at his advanced age from the highest patriotism, a "hoary-headed political padree."

We said he talks incoherently, now note this passage which we take from the columns of our contemporary. "Some misgivings [regarding Dr. Sarkar's Science Association] were however engendered when His Honor presided at a meeting [of the Indian League] for the establishment of a Science College as it was called, held at the same theatre house where the Prince has been caricatured." Now is the College to be condemned because its promoters held their meeting for its establishment at a place, where a theatrical company, two months after, brought before the public, the farce of Gazadananda, in which the Prince was made to play the part of a Hero? Or Sir Richard Temple to be blamed for presiding over a meeting held at a place where subsequently the Prince was caricatured as our contemporary puts it? The thing is, in his blind rage and eagerness to find fault with the Leaguers he exclaims in this wise "Ye Leaguers, your college is very disreputable. The place at which you held your meeting was subsequently polluted by a theatrical company, so your college is disreputable." or "ye Sir Richard, you are disloyal at heart or else why did you preside over a meeting held at a place which was subsequently polluted?" But these ravings are harmless enough, it is when he exercises the influence that he possesses to oppose the establishment of the Industrial College that we naturally feel indignant. A great deal of the funds raised by Dr. Sarkar is under the immediate control of the Leaguers, indeed great many Leaguers themselves are donors; and though there may be, which we doubt, a difference of opinion amongst the Leaguers as to the utility and practibility of Dr Sarkar's scheme, there is but one opinion in the country on one point. It is universally admitted that the Industrial College is a greater necessity by far than the Science Association. Indeed the one is a necessity and the other a luxury. But yet the Leaguers scorn to oppose a movement set on foot for the avowed object of furthering progress And we can assure our contemporary that the Leaguers, if they resolve and stoop to do it, can demolish the edifice raised by Dr. Sarkar and his party *within twenty-four hours*. Our brother will feel that it is not a mere boast; that when the Leaguers say it they can also accomplish it. But as we said the Leaguers scorn to do it. Our contemporary has however another sort of patriotism to guide him. The Industrial College is the greatest want of the country and is felt as such universally. If through God's mercy the Leaguers can successfully carry out their object, it will at once change the face of the country and bring about a revolution which will raise India as one of the most important of countries. That the project of the college has already powerfully moved the whole country is evident from the inquiries made regarding it from all parts of the country. Zemindars, merchants, and thousands of middle classes have expressed their impatience at the slow progress of the Institution, and letters from men of highest respectability have been received expressing their desire to send their children and relations to the College. We shall here insert one letter which we received from Bombay yesterday.

Respected Sir,

We the undersigned, beg to offer ourselves as candidates for admission into the Albert Temple of Science.

We hope you will also kindly take the trouble of sending us a complete prospectus of the College and also let us know the time about which the Temple to be opened.

You will also let us know whether the instruction in the Vernacular division is to be conducted through the medium of Hindoostani or Bengalee. We may add that if the instruction in this division be given by means of the Hindustani language many from this part of the country will be able to join the Temple.

We beg to remain
Respected Sir
Your most obt. Servants
K. I. Desai. B. A.
Elphinstone College
Bombay,
R. S. R n. F. C. E.
Civil Engineering College.
Poona.

Regarding the subscribers of the Industrial College our brother thus delivers himself. "Nothing has transpired as to the other subscriptions, that is to say, as to who the subscribers are, what they have subscribed, at whose instance or for what object. Such being the case the native public were taken by surprise at the move of the Lieutenant Governor and the noise made about the other Association. Is the money really forthcoming and has it been really obtained through the instrumentality of its promoters? If the other subscriptions, supposing that they are really forth-coming, have been obtained like Rai Luchmipat by and through the Government, why should not the Government act independently of any clique or why should it not strengthen the funds of the only institution, which has been recognized by the public?" Leaving aside the malignant insinuations in the above passages we come to one vital point. Our brother recommends the Government to make over the sum to Dr. Sarkar's Association or to do whatever it likes with the amount, but *never to give it to the Leagures that they may not establish the College.* Let the college and the country go to—but let the Leagures be humbled. Is this your view too, Raja Joteendra Mohan and Babu Digambar and Babu Rajendralala—you whom the country so deservedly respects We always pray for the forgiveness of the sins of India; but where is the hope when fresh ones are committed by those from whom the country expected as much? The *Hindoo Patriot* would be glad to see the College, calculated to benefit

the country so vastly, de nolished that he may have the satisfaction of seeing the Leaguers humbled !

SCRAPS AND COMMENTS.

The *Pioneer* thus speaks of the Indore Cotton Mills :—

The one steam cotton-mill in Central India, the early difficulties of which many of our readers must remember, seems to have now attained substantial success. It has been at work nearly four years, and the calico-clothed multitude, having had time to wear the cloth, dashing it in stony brooks meanwhile, as much as they like, are now satisfied that it will do. H. H. Holkar, the manufacturer, never had any trouble in competing with Horrocks, or any other of the oppressed Lancashire men, whose well-sized "low counts" were never approved of in Central India. It was first with the domestic weavers, but much more with the Bombay mills, that the Indore cloth had to compete. The former had to a great extent been displaced by the latter, and these again appear likely to be pushed out by the successful efforts and honest work of Horlkar's manager, a Mr. Browne, who havig had to struggle through all the difficulties which beset the enterprise during its birth and infancy, has a right to rejoice in the success now attaind. We speak of the honest work which the Indore piece-goods are said to prove, though trusting that none of the Bombay mills stoop to blend with their vegetable fabrics an undue quantity of mineral substances. Even if such practices once obtained in the rising mills of Bombay island, let us believe that the patriotic Millowners' Association have changed all that. Certain it is, at all events, that the substantial character of the cloth turned out by the Indore mills has secured a preference for it in Central India, and not only there, but in some parts of Rajpootana and these provinces. The manger can readily produce yarn and cloth up to the designation of "30s." ; but it is more profitable to work from 20 to 24s. The number of spindles is about 10,000 ; the looms are more numerous in proportin than in the Bombay mills, as those at Indore turn out the bulk of their work in finished cloth, and do not much affect the trade in yarns. The work people earn from four or five up to ten and twelve rupees per month, the average being about seven or eight, which is a very attractive rate for the labor market of Central India. The "hands" are scarcely yet up to the mark, the women not having been found so serviceable as in the Bombay mills ; but as they are paid mostly by piecework, their industrial education is proceeding. The mill chimney, 120 feet high, is a noble piece of masonry and brick-work. It may well serve as a monument of the princely proprietor, but still more appropriately of the skill, perseverance, and Jugment of the engineer and manager, the aforesaid Mr. Browne.

The London correspondent of the *Friend of Idnia* writes in connection with the manner in which this country is governed :—

We govern India very badly ; and this badness, of course, Lord Lytton will be unable to improve ; but we intensify the evil effects of legislative mistakes, by perpetually accelerating the feelings of the people, not in order to get anything, but from sheer unimaginative stupidity. Have you ever seen a dog—dogs in a former state of existence must, I think, have been naturalists—watching with intense interest, the progress of a beetle or any other insect through the grass ? If so, you will have observed that should the beetle halt, the dog will seek to accelerate his progress with a blow of his paw. He has no evil intentions in so doing ; his object is merely to give the beetle a little gentle encouragement ; but the result is that he crushes the beetle dead. It was a want of imagination on his part, he had not calculated the weight of his paw. Just so is it with us in India. From sheer want of imagination our political agents, our senior civilians, bitterly insult when they want to encourage ; and slap in the face when they imagine they are cheerily patting a man on the back. Witness, for example, the singular method of marking the Prince of Wales' progress, by knighting all the Police Commissioners on his route. Nothing but the utter Philistinism of an able Indian Administrator, could have risen to such a height of stupidity as this. Witness, too, the recent correspondence with Sir Salar Jung. The power to enter into other people's feelings—to place ourself in their perception—that genial and gentle courtesy which would never be more marked than when dealing with the Princes of India, precisely because they are subject princes—all this demands a degree of imagination which is not to be had in India—which is inseparable from high literary culture (though of course a man may have much literary knowledge without having also the imagination I speak of). And this I hope and think is what Lord Lytton will brignwith him to India."

There has been an unusual increase of registrations in Bengal during the last year. The Admistration Report on the Registration Department says :—

The registrations, then, for the year under report come to 423,873, against a total of 328,369 for the previous year. This would represent an increase of 95,504. If, however, the registrations for Assam, 5,988 in number, be deducted from the statement for 1873-74, there will result for the Lower Provinces, as now constituted, the extraordinary net increase of 101,492 registrations during the year 1874-75 ; in other words, an increase of 31·4 per cent., as against an increase of 17·66 per cent. reported in the previous year

Regarding the increase of Registrations the Inspector General says :—

It will be seen from the table contained in the preceding paragraph, that Jessore has far outstript all other districts in the progressive development of registration, the numbers having gone up from 23,864 in 1873-74 to 50,573 in the year under report, representing for one district alone, and for one year only, an increase of 26,709 registrations : a result I believe, unparalleled in the history of this department The District Registrar, Mr. Smith, observes :—"This large increase of more than the entire number of registrations of the former year was owing to execution of bonds for loans of rice and money caused by the high price of food-grains, principally in the subdivision of Jhenidah and its vicinity the opening of rural registry offices, and the gradual expansion of registration." There was an increase of 16,40 bonds during the year, and, on the other hand, of 8,43 leases. As registrations under the heading of bonds 02 uot, even down to the present time, shew any did of abatement, I am disposed to think that whil e scarcity chienot doubt exercise some influence on the increase, the the fageuts in that direction were the rural offices. I am the more inclined to this conclusion in considering that at the opening of the year there was but one rural office within in tdistrict, and that lay as far south as Morrellganj ; while crehe course of the year as many as ten such offices were hilated. I fact down to the present time registration is As ding itstown under all headings in the Jessore district. regards other districts, I find, generally, that registrations have increased most where the rural system has been most largely extended."

On the subject of the registration of marriages and divorces we have the following :—

The number of marriage settlements (kabinnamahs) and deeds of divorce (talaqnamas) registered last year came to 2,591 and 834 respectively, against 1,955 and 135 for the preceeding year. The increase under the heading of deeds of divorce is attributed to a reduction in the stamp duty payable thereon. Now, however, that the stamp duty on such instruments has been altogether done away with under the orders of Government, it is probable that registrations under this heading will largely increase. The number of divorces registered bears but small proportion, it would appear, to those actually effected, which are for the most part brought about by a verbal, and not a written arrangment. The increase under the heading of marriage settlements would afford an additional proof, if one were needed, of the increasing sense of security inspired by registration. Both the above classes of instruments are now, as heretofore, chiefly confined to the eastern districts, where the Mussulman element most preponderates."

The *Journal of the National Indian Association* contains the following which may be profitably read by those young Indians who imitate English habits and customs :—

"Indians, if they desire to teach conceited Englishmen that they have a mind of their own, and that they disdain to be dictated to, must resolutely retain everything native to them whenever it has its justification in climate and circumstances, and never imitate English customs from the mere sake of imitating, which becomes a degrading flattery. It is known that in New Zealand the natives who lay aside their mat and wear an English coat, are apt to induce disease, and die of consumption ; like them, many simple Africans are apt to imitate our dress, as if it raised them in rank. If in India, where the English dress is ordinarily oppressive and unsuitable, any natives adopt it, this will not conduce to their permannent welfare. More especially is it important to warn any of them who are weaker, against the peculiar and pernicious absurdity of the principle called *fashion*, which implies that the forms or colours of dress are to change from year to year, under the dictation either of lords chamberlain or of milliners, or else of some haughty and rich ladies, who try to distinguish themselves by displaying always some novelty. From early times, it would seem the countries, which we call *the East*, especially Persia and India, had attained an exquisite cultivation of taste, and had fashioned furniture and vessels and human apparel into many graceful forms. Eech part of dress had its varieties. Hats and head dresses for man or woman existed, in various shapes ; robes and shawls were worn in ways suitable to each sort of work and to every circumstance. A definite number of fashions, though hard to count, existed out of which each person might choose, and did choose, at will. This is the only reasonable and advantageous state of things. It avoids all our absurdities and evils. Here we have to learn wisdom from India. If they imitate us, they degrade themselves. *Fashion* with us implies that all are to dress alike, which ensures that many or most shall be unhandsome, perhaps ugly ; for to different human forms, ages, or complexions,—a different dress is most becoming. In selecting for himself or herself the appropriate dress, the taste of the individual is cultivated, and a superior general grace arises in the entire nation. Englishmen have observed to us that if a shapeless piece of cloth be given to a Hindu woman, she will put it on in half-a-dozen ways, every one of them becoming ; (or perhaps it was meant that different Hindu women have different ways, each becoming to the wearer.) In European Courts the lord chamberlain has been used to dictate how the visitors shall be dressed ; thus sometimes in the stupid desire "to encourage trade," or oftener from mere caprice of power, changes have been enforced which cause pernicious expenditure. A splendid dress, which was admired last year, is this year called *out of fashion*, and forsooth ! must not be worn again at Court. In Paris under the late Imperial rule this mischief was carried to a deadly excess ; but even where it is less extreme, it is essentially evil, and belongs to the vulgarest mind. It has no purpose but to display wealth, by quickly discarding dress after dress ; thus it entices the less wealthy into ruinous expense. How much more worthy of a wise nation is the system which treats a splendid vest like a crown jewel, to which age can never be named as any objection. If indeed it be visibly faded, that is to the purpose ; but while its beauty lasts like that of a ruby or garnet, what matters if it belonged to one's grand-parent ? And not to speak of court apparel, but of more homely raiment, if our persons change physically, as by age, some change in the form of dress may be suitable ; but to change because it is a new year, is ridiculous. With us in England it is hard (except in especial London shops) even to get a hat of the same shape year after year ; when one shows the hat of two years ago the reply is, "We cannot supply it, it is no longer the fashion !" and our silly boys rudely hoot one for wearing what was universal ten years before. We understand that the conservative part of the Parsees are peculiarly jealous of English customs, because of the baneful expense into which this absurdity of "fashion" leads their young people. At the same time it is so far from being beneficial to trade, that it rapidly depreciates goods, which must be sold at once or become unsaleable, because "unfashionable.

The Dutch have made further progress at Acheen Proper, without encountering any serious resistance.

The conquest of the VI mukims has been followed by the submission of the headmen of the adjacent IV mukims, who have accepted the terms offered them by the Dutch. It appears probable that other chiefs will soon follow the example of those of the IV mukims. There are evident signs, says a Straits paper, that the bulk of the population of Acheen Proper are tired of the war, and wish their chiefs to conclude peace, yet fearing the anger of the more warlike disposed headmen, they dare not, as yet, oppose the will of their leaders. The Dutch troops have now advanced to Korung-Raba, the first place of importance on the West coast about 8 miles from Kotta-Rajah, the head quarters. On the night of the 23rd January, the Achinese attacked Lemboe East, one of the Dutch outer forts, lying North-East of Kotta-Rajah. They were speedily repulsed with loss, but succeeded in killing four of the occupants. Lemboe East is situated opposite a district where the most determined Achinese fighting men have taken up their quarters."

In regard to the expedition to Perak, fighting would seem to be nearly at an end. It appears from the *Straits Times* that there are three courses open for Government to adopt :—

"One is to retire altogether, and leave the Chiefs and Chinamen to fight it out amongst themselves ; when we should probably have to go back, and do over again what was done in January 1874. The second course is to annex the country. The third is to proceed with the policy already inaugurated, and administer the affairs of the country in the Sultan Abdoolah's name, through a Council of British Residents or Commissioners and the Principal malay chiefs. The position is a very embarrassing one. If annexation can possibly be avoided, it should be. Meanwhile we find a contemporary writing :—"We venture to suggest that in case of delicacy interfering with doing now what in a little while is certain to be done, the poor Whites of India should be allowed to annex it, and hold it in trust for Government until they shall have made it a wealthy and prosperous country !" Another writer porposes to annex the Peninsula and make the traders of Singapore and Penang support the burden of taxation that would be the result ! Menwhile we are sorry to read that disease is commiting ravages among our forces. Two officers, Sub-Lieutenant G. H. Cuippendale and Lietuenant A. E. Ommaney have been invalided. Lieutenant T. F. C. Armstrong and several men of the Buffa have died of dysentery. The following is issued in a *Penang Gazette Extra* of the 17th January : On the morning of the 14th a party consisting of Madras Sappers and some of the Goorkhas, under the command of Lieutenant Hare, were attacked while cutting a road from Qualla Kangsor, by the inhabitants of Kora Lama. A detachment of 30 of the Buffs under Adjutant Colvill was sent up from Qualla Kangsa as soon as the movement on the part of the enemy was noticed to check it, and just had time to get into position when a volly was fired upon them. The Malays continued firing from under oover of the bush but without effect. Our men returned the fire, and judging from the yells of the enemy, with some effect, and the Malays eventually retreated with their dead and wounded. In the meantime an attack was made on a working party which was cutting wood for the stockade at Qualla Kangsor. A soldier of the Buffs (Short) was wounded in the leg at the onset ; the party retreated to the camp as soon as it could those carrying the wounded man being fired upon continually. Those in the stockade, however, formed and lined it, while Captain Gay brought a gun to bear on the enemy and shelled them out of the jungle. Another party of Malays managed to come down the river and attacked adjutant Colvill's detachment, but the naval brigade shelled them off also. The men who originally attacked Lieutenant Hare's party next returned up, and fired into the friendly village of Qualla Sungie, situated opposite to Qulla Kangsor, and throwing down their muskets had a regular hand-to-hand encounter with Raja Usuff's men. The firing from our stockade, however, beat them off. The result of the morning's fighting was two wounded on our side."

The Malays appear to have fought with determination and to have chosen a day when a number of officers with a strong escort were away at Kampong Boyah on Court-Martial duty.

We take the following from a Bombay contemporary :—

"The interest in the performances of the Davenport Brothers continues, but it has somewhat abated since the first seance at the Town Hall. On Friday night, at the Framjee Cowasjee Institute, an amusing incident occurred owing to some astute Parsee having brought with him a very nice clean Parsee's coat, wrapped us as the dhobie had returned it to the owner, and which was presented at the time of the coat performance for Mr. Fay to put on after he had got rid of his own in the usual way. The Parsee evidently thought he had extinguished Mr. Fay and the Davenport Brothers as well by this unexpected request to put on a Paasee's coat. The long sleeves were torn to the ordinary length of a coat sleeve, that white coat was placed on the table, the lights were extinguished, and when relighted Mr. Fay was wearing the Parsee's coat, and, moreover, he was actually sitting on the tail of it as could painly be seen. Immence applause and excitement succeeded this proceeding. The coat was so tight on Mr. Fay's arms that considerble effort was needful to get it off. We could imagine that the sounds as if the instruments were being played were produced by vintriloquism, but how musical instruments and handbells are kept in motion without hands is inexplicable, and as they will only act in this way in the dark cat's eyes are requiste to see how the thing is done."

The London correspondent of the *Uncovenanled Service Gazette* states that some months past London tardesmen and especially jewellers have been exposed to a system of robbery as simple as it is effectual :—

"An old gentleman with a grey beard enters a shop and asks to see a tray of jewellery to select a birthday gift for his wife. Pretending to examine the articles very closely, he watches his opportunity and makes off with the contents of the tray. The unfortunate shopman, finding too late that he has been betrayed, immediately rushes after the ingenious miscreant, but can find no one near except a young and lovely female who is admiring the articles in the shop window. As for the old gentleman no one had seen him. The trick was repeated several times under various disguises, and the police was completely baffled. It was, however, reserved, for a merchant in the city to solve the mystery. Returning home unexpectedly one evening, he found his door open and the lock fractured. Walking on tiptoe, he sought the agents of police, who, after closing the street-door succeeded after a short search, in catching a young man in the very act of forcing open a desk. He managed to escape, but the agents pressing after saw him disappear into a room in the same house. They forced the door, but on entering discovered no one but a paralyzed old man who feebly demanded why they had made so violent an entry. The police were nearly paralyzed themselves, and happily, on raising up the afflicted creature to make a further examination, they found a string round his body. They pulled it when crack ! the paralytic was discovered dressed 'as a soldier : and thus the artful dodge was detected.'

It is believed that the Prince of Wales will take away from India presents to the value of fully half-a-million sterling. The *Bombay Gazette* speaks on this subject in this wise :—

"We think that now that the subject of the presents to the Prince has come to be openly talked about in newspapers and in the bazaars, and significant culculations published of the amount sterling he will be able to relise in London from the fruits of his Indian tour, it will be obvious to all who have the love of the British Constitution and the honour of the Royal Family at heart that it is a thousand times a pity it was not peremptorily arranged before His Royal Highness set a foot in India that he should accept no presents except those which the means at his disposal would enable him to equal in the value of his return gifts. We do not, of course, believe the absurd stories about the Prince and his debts, but India unfortunately is a country where everybody is not of the same opinion, and with those who are fond of creating mischief between the rulers and the ruled these tales will find ready credence. They will be sown broadcast over the face of the country ; they will be amplified in their progress ; they will eventually have re-

remembrances in India of the Prince's visit. When Mr. Disraeli defended in the House of Commons the royal tour in India when it was first proposed he said he did not wish the Prince to come out to India to any other footing than that of being the Viceroy's guest, because if H. R. H. did otherwise the expense would be vast both to England and to India. Sir Wilfrid Lawson, in his argument against Mr. Disraeli's proposition, expressly said he feared that circumstances would arise which would compel certain Native Chiefs to oppress their subjects in order to recoup themselves for their lavish expenditure upon the Prince. Has not the expenditure to the people of India taken place which Mr. Disraeli feared? Will Mr. Wilfrid Lawson's shrewdness not be justified? These, at all events, will be the views studiously disseminated by those who have created the suggestive paragraphs referring to the value of the presents received by the Prince, and His Royal Highness will probably be the sufferer in reputation through the neglect of the Government, which fixed the amount His Royal Highness should distribute in the shape of presents, to prescribe at the same time some decent limits to that profuse liberality of the Native Princes which is, we fear, in some cases, inspired by a too lively hope of favours to come."

After the manner in which the Prince of Wales has accepted immense riches from the Native Princes, the people are quite justified in believing that His Royal Highness' tour in India has been concocted with the deliberate intention of swelling his private means. It is a pity that slightest cause should have been given to any class of persons to originate such a defamatory scandal. Why, the common belief is that the Prince of Wales has come to this country with the intention of using the liberality of the natives India to liquidate a portion of his debt!

The following letter has been written by the king of Burma to the Prince of Wales :—

From Mira Pawara Wezeya Nanda Yatha Pandita Tri Bawana Deiktaya Dipadi Maha Dhamma Rajadtherajah, His Most Glorious Majesty the Supreme Ruler of Burma, Lord of the Rising Sun, and Most Excellent King to the Most High, Most Puissant, and Most Illustrious Prince, the Prince, of Wales, Heir Apparent to the Throne of Great Britian and Ireland. In accordance with the custom of great Sovereigns, who send and return Embassies in order to establish new friendly relations, or strengthen the good understanding that exists already between themselves and the rulers of other countries, and in conformity especially with the feeling of exalted friendship which reigns between England and Burma—which exalted friendship it was our Royal desire to confirm, we sent to London on the 1st of March, 1872, our Minister, the Kin Woon Menghee, who was accompanied by other officials of rank, in order that he should have the high honour of being admitted into the Royal presence of Her Most Gracious Majesty, and be allowed respectfully to offer to the great Queen of England a Royal letter and Royal presents in our Royal Name. Our Minister did not fail at the time to report to us the very kind reception which had been given him in England, by Her Most Gracious Majesty and all the officials near her Royal person, at which we felt intensely happy and most gratefully moved. On the great and auspicious event of your Royal Highness coming to India, we think it right, and agreeable to the exalted friendship which unites England and Burma, to send expressly our Minister, the Kin Woon Menghee, who is again accompanied by other high officials, to salute your Royal Highness will share in our own Royal desire, that the present friendly relations which exist between our two countries should go on ever extending and strengthening themselves, we now send for gracious aceptance by your Royal Highness, Royal presents, whose value lies in the amicable intention which causes them to be offered. May your Royal Highness be pleased with them. We pray earnestly that all the glory and renown which your Royal Highness has earned already may day by day acquire an increasing splendour. Signed, Miri Pawara Wozeya Nanda Yatha Pandita Tri Bawana Deiktaya Dipadi Maha Dhamma Rajadtherajah and Egga Maha Ranapati Woonshendaio Laghene Myoza Thenat Woon Kin Woon Menghee Mengthadaio Menghee Maha Menghla Sothoogyaio, Minister for foreign Affairs of Burma."

The present is not only the marriage season in India but in England too. The following matrimonial news we take from a contemporary :—

"Lady Elizabeth Grosvenor and the Marquis of Ormonde were married the other day, but very quietly, in consequence of the recent death of the bride's brother's wife, Lady Richard Grosvenor. The presents, from the Queen's (a Kashmir shawl) downwards, fill nearly a column of the *Morning Post*. It is said that, when the Duchess of Westminster took her daughter on the Irish visit which brought her *en rapport* with her now husband, the Duke said warningly, his Grace being a bad sailor and his daughter a bad sailor and his daughter a bad sailoress, with an eye to the Irish-sea-passage, "Don't let Lizzie marry an Irishman." *L'homme propose, &c, &c. Apropos* of marriages, I see revived the almost incredible report that the Honorable Mrs. Norton, the poetess, of sorrowful renown (*ætat* 68), is to be married to that literary and Art-loving Scotch Baronet, Sir William Stirling Maxwell, of Keir (*ætat* 58). The last we heard of poor Mrs. Norton was of her appearance in a Court of Justice pleading her own cause, and, though she lost it, displaying her lost it, displaying both a good deal of forensic acumen and knowledge of the technicalities of law, against a milliner who sued her for goods delivered. The poor lady is now immersing herself in law again, though this time not for her own behoof. The story is rather a curious one. Her husband, the Honorable Mr. Norton, and police-magistrate at Lambeth was heir to the peerage and estates of his childess brother, Lord Grantley. He died before his brother, and, probably, out of pique at the widow, Lord Grantley left the estates, which had formerly always gone with the peerage, not to Mrs. Norton's son, but to her grandson, and his grand-nephew, a minor. In due course, Mrs. Norton's son has become Lord Grantley, but without the estates, and resides in Italy for the sake of economy. Mrs. Norton, however, confident in her knowledge of the law, is taking proceedings, on behalf of her son, to have the late Lord Garntley's will set aside. Whether she will plead in person before the Supreme Court of Judicature this deponent knoweth not.

If the correspondent of an Anglo-Indian contemporary is to be believed, the Queen is getting very unpopular in England. He says :—

The Queen will not leave England until the beginning of April, but whether she will let the light of her countenance shine upon her subjects after the State concert in the Albert Hall on the 11th is doubtful. She will probably retire to Osborne. Her proposed visit to Baden-Baden is accounted for by the fact that the Princess Hohenlohe, to whom Her Majesty was much attached, has bequeathed her an estate there which she intends making a second Balmoral, so that between her castles at Balmoral and Osborne and her

our Gracious Queen after she has secured the dowry of her youngest child. At least that is the prevailing impression here. I must also add that Her Majesty is incurring considerable odium by the immense sums which she is lavishing upon the Prince Consort's Mausoleum at Windsoe. No less than £200,000 have already been expended on it, and it really does seem very like a thoughtless waste of money. Millions of money have already been spent in different parts of the country in erectiug memorials to that excellent Prince, who, with all his virtues, can nevertheless hardly be said to deserve such lavish tributes to his memory. However, I will not dwell upon the subject, I only mention it that you may know the real state of feeling on the matter in England."

The Prince of Wales is also being satarized in a poem called the Edward VII. The same correspondent says :—

It is a poor, dull parody of portions of Shakespeare's Henry IV. relating to the dissipations of Prince Hal and his "pals. "It is essentially low and vulgar in tone, and is evidently written by one who has not acquaintance whatever with the character of the Prince or of his associates, and a most curious ignorance of the usages of polite society. The writer is known to me personally. He is a Mr. Evelyn Jerrold, son of Blanchard Jerrold, and grandson of Douglas Jerrold. A clever journalist and magazine writer, but as a satirist a failure. Mr. Aglen Dowty, the "O. P. Q. Philander Smiff" of the London *Figaro* and a clerk in the War Office, has had to disown all connexion with "King Edward VII." on acount of pressure put upon him by the heads of his department, and therefeore on Mr. Evelyn Jerrold falls all the fame and shame.

Libels are the order of the day in England. Mr. Edmund Yates, Editor of the *World*, had to eat the humble pie recently, and Mr. Algernon Charles Swinburne, the eminent evangelist of the "fleshly school" of poetry, has brought an action for libel against the *Examiner* in consequence of some severe strictures passed upon his last poem by that journal :—

He claims £5,000 damages, and vows that he will fight the thing out to the bitter end. Mr. Williams, well-known as a brilliant journalist, has been entrusted with the defence. How any jury will be able to understand the drift of the language used by the *Examiner* on the meaning of Mr. Swinburne's poem is more than I can comprehend.

But no doubt the trial will be an amusing one.

It is not often that leading articles are constibuted by Kings, but it is said that the King of Sweden has lately been contributing several to a Swedish paper :—

"They are entitled "Pictures of the Future," and advocate a strong development of a Swedish navy, as well as hint at the establishment of the Swedinavian kingdom which shall include Denmark. The latter is stated to be a favourite topic of conversation with his Majesty, and according to some accounts he raised the question in a significant manner during his recent visit to Berlin. Denmark would probably have some objections to the arrangement; but if the King really entertains such a scheme it is by no means impossible he should be indirectly encouraged in it by Prince Bismarck. Unlikely as the contingency now appears, circumstances might arise in which the friendship of Sweden would be of great moment to Germany. Suppose France and Russia were to unite against the new empire, and Denmark were to seize the opportunity to try to win back Schleswig-Holstein, it is clear that Sweden might not only keep the little kingdom in check, but give employment also to a considerable body of Russian troops. If, therefore, a few vague hints of the possibility of a grand Scandinavian State will keep the Swedish King in good humour, he has donbtless already received them, and may receive them again in clearer shape as the necessity increases, Apart from the hope of aid in a dangrous crisis, few schemes would be less likely to obtain the support of the Imperial Chancellor. His ideal is to incorporate Denmark with Germany, not to join it to a kingdom whose strength and ambition might one day become inconvenient."

From an interesting letter to the *Times* regarding the Parsees by Mr. Monier William we cull the following :—

"Your readers are doubtless aware that the Parsees are descendants of the ancient Persians who were expelled from Persia by the Mahomedan conquerors, and who first settled at Surat about 1,100 years ago. According to the last Census they do not number more than 70,000 souls, of whom about 50,000 are found in the city of Bombay, the remaining 20,000 in different parts of India, but chiefly in Guzerat and the Bombay Preidency. Though a mere drop in the ocean of 240 million inhabitants, they form a most important and influential body of men, emulating Europeans in energy and enterprise, rivalling them in opulence and imitating them in many of their habits. Their vernacular language is Guzerati, but nearly every adult speaks English with fluency, and English is now taught in all their schools. Their benevolesnt intitution for the education of at least 1,000 boys and girls is in a noble building, and is a model of good management. Their religion, as delivered in its original purity by their prophet Zoroaster, and as propounded in the Zend-Avesta, is monotheistic, or, perhaps, rather pantheistic, in spite of its philosoyhical dualism and in spite of the apparent worship of fire and the elements, regarded as visible representations of the Deity. Its morality is summed up in three precepts of two words each—'good thoughts,' 'good words,' 'good deeds;' of which the Parsee is constantly reminded by the triple coil of his white cotton girdle. In its origin the Parsee system is allied to that of the Hinoo Aryans—as represented in the Veda—and has much in common with the more recent Brahmanism. Neither religion can make proselytes. A man must be born a Brahman or a Parsee; no power can convert him into either one or the other. One notable peculiarty, however, distinguishes Parseeism. Nothing similar to its funeral rites prevails among other nationg; though the practice of exposing bodies on the tops of rocks is not unusual among the Buddhists of Bhotan."

At midnight, on Dec. 31, the Centennial year was welcomed in Philadelphia by a crowd of 100,000 people collected around Independence Hall :—

The Mayor, Mr. Stokeley, raised the Centennial flag, a *fac-simile* of that hoisted by Washington in 1776 upon Independence Hall. When the flag reached the top of the staff, illuminated by calcium lights, the clock struck twelve, the vast multitude giving vent to shouts of welcome. Then for half an hour all the bells in the city rang. There were fire-works, salutes, shouts, martial music, and, altogether (says a telegram) a most tremendous noise.

Similar midnight ceremonies were observed in almost

Next to being a Prince's wet nurse, says the *Madras Mail*, it is advantageous to be related to some member of the household of any gentleman who has the honour of a Prince's friendship :—

This must have been the reflection of a compositor in the *Gazette* Press, who took advantage of the occasion of the visit of the Duke or Sutherland, when H. R. H. was in Madras, to introduce himself as the son of a person who had filled a humble position in the household of His Grace's Duchess. The appeal struck a chord in the Duke's bosom. He promptly asked what he could do for the compositor, and the latter replied that he was receiving a small salary, and would like to be a Press Deputy Superintendent, or Overseer, or something of that more gentlemanly sort, and on better pay. Pressure was brought to bear on a member of the Government. The Press Superintendent having reported that there was no vacancy into which the compositor could be pushed, was told to make one, and this being impracticable, a new appointment was made, that of Inspector of Materials, with a salary of Rs. 70, rising to Rs. 100 by annual increments.

A correspondent writes :—

"A curious story is told of a Ghost in the Railway premises here, which I give for what it is worth. It is said that in the masonry tunnel in the Railway enclosure, for conveying the drainage water to a tank outside the precinets of the wall, about 3 or 4 hundred yards in length, a Ghost has very suddenly taken up his abode, and is often heard to give utterance that he is from Meerut, and cannot extricate himself from his present dungeon; cries for help from the passersby—asks various questions and responds to those put to him. This story of *superhuman agency* as the natives term it, has brought the officials, such as the Kutwel, Magistrate &c. to the spot, doubtless to render, if practible, some assistance towards disentangling the poor *prisoner Ghost*, but as no visible object can be seen, and the tunnel being very dark, the act of disentanglement is beyond the capacity of human power—they have returned home in perfect bewilderment and utter amazement, not knowing what to say or do. Hundreds, nay thousannds, of Europeans and Natives have gone to see this Ghost—they might just as well have endeavoured to see the wind—for all that they saw. This apparition has so possessed the native mind with consternation, that not one will venture to enter the tunnel for a true relization of the fact of there being or not such a thing inhabiting the artificial passage under ground."

PRISON IN INDIA.

(*The Englishman.*)

Few spectacles are more painful than the juvenile ward of an Indian prison. Even in a Presidency jail, conducted under the eyes of a vigilant and powerful visiting body, and subject to the free play of European public opinion, the boy-convicts from a problem for which no satisfactory solution ha yet been arrived at. Such prisons, however, by no means re-s present the normal state of penal dicipline throughout the country. They enjoy advantages of which the District jails know nothing. In the first place, they are dealt with in a liberal spirit as regards money-supplies; a picked and highly-paid officer is invariably placed in charge of them; and anything approaching to scandalous over-crowding, or misrule, is promptly detected and cheked. In the second place, such prisons possess the still greater advantage of having a considerable body of juvenile offenders to deal with. The number is always large enough to justify separate yard being set aside for the purpose, and we are not called upon to witness the melancholy sight of little boys being shut up side by side with the veterans of crime. In District jails, the number of juvenile prisoners is too small to permit of perfect segregation, and want of space compels the authorities to shut their eyes to many consequent evils. A District magistrate knows this, and, by a liberal application of the Whipping Act, tries hard to avoid the necessity of sending any boy-offender to prison. But there is in every Province a certain residue of cases in which the judicial officers have practically no choice. The only alternative is acquittal, or a sentence in which a period of confinement necessarily forms a part of the punishment. And the child-thief, after after a few months of jail-training, re-enters the world a skilled criminal for the rest of his life.

Some time ago we made a tour of the juvenile ward in one of the largest and best-conducted jails in India. Several of the offenders were under nine years of age; three of them were little mites, who weighed less than an ordinary English child of four years old; not one of the little gang could read and write in any language; and four-fifths of them had received no education of any sort. Their ages varied from 15 to 7½. Yet, with a very few exceptions, they were imprisoned under second or third convictions; and one of them had managed to come within reach of the penal law no fewer than four times. Inquiries into individual cases only disclosed the problem in a more painful and a more hopeless aspect. One poor child struck us as being altogether an unsuitable subject for jail discipline. He was about the weight and size of an English boy of five years old; a misshapen, shrunken anatomy of skin and bone, with a curious restless manner, and a malformed head. That a miserable mite of this sort should be found in a jail appeared so distressing, that we found out the committing magistrate, and asked him how it had happened. "What am I to do?" he said. "The boy was warned once for stealing in the street, whipped on a second conviction for shop-lifting, and when he came before me a third time as a confederate in a well-planned theft, what remained, but to send him to jail?"

Government is perfectly cognizant of all this. The most painful feature, indeed, is that any effort to remedy the present evil only brings out the difficulties connected with juvenile criminals in a stronger light. Last year the advice of the most experienced and successful jail-superintendents was taken with a view to the Reformatory Schools Act. Those whose opinion deserved most weight were least hopeful with regard to the working of such a measure in India. In the first place, it was clear that if magistrates could only slave their consciences with the idea that they could send children to jail without running them for life, the number of sentences for the imprisonment of juvenile offenders would enormously increase. At present a committing officer gives such a sentence only when he has exhausted every other alternative; and many of them, as already indicated, humanely strain the law or the evidence so as never to give such a sentence at all. If a place of confinement were provided for juvenile offenders, in which they would not be subjected to the contamination of the common jail, a great number of children would be sent to it, who are now dismissed with a whipping, or a warning, or an acquittal. Unless, therefore, the reformatory prison were really a place of reformation, and free from the evils of the existing jails, it would save a certain small number from the present form of contamination; only at the cost of contaminating, in a lesser degree, a much greater number.

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2,*

সভার কৃতকার্য্যতা বিষয়ে সন্দেহ করিতেছেন, যখন তাঁহার আত্মীয় স্বজন এ বিষয়ে সন্দেহ করিতেছেন, যখন আরো পাঁচ জনে সন্দেহ করিতেছেন, তখন তাঁহার একটু বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করা উচিত। তিনি যদি ইহাতে অকৃতকার্য্য হন তাহা হইলে তাঁহার বহু মূল্যের সময়, উদ্যোগ, সাধারণের অর্থ শুদ্ধ নিরর্থক যাইবে না তিনি আর একটি ক্ষতি করিবেন। তিনি যে পদবীতে পদ বিক্ষেপ করিয়াছেন উহাতে পদ বিচরণ করিতে আর কাহারও সাহস হইবে না।

গত দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে কত মহাত্মা যে কত রূপে দান করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এই রূপ অনেক মহাত্মার পরিচয় আমাদের পাঠকগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অদ্য আমরা আর এক মহাত্মার দানশীলতার পরিচয় দিতেছি। ইহার নাম বাবু নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী। ইনি দিনাজপুরের অন্তর্গত চুড়ামন নামক স্থানের জমিদার। ইহার বদান্যতা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতি এরূপ সন্তুষ্ট হন যে ইহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ যে ছয় মাস ছিল সেই ছয় মাস প্রতি দিন তিনি আড়াই শত কি তিন শত লোককে আহার প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি পাঁচটী পুষ্করিণী খনন করেন ও রিলিফ কার্য্য উপলক্ষ গবর্ণমেণ্টকে এক হাজার বিঘা জমি ও চারি হাজার বৃক্ষ দান করেন। দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে চাঁদা সংগ্রহ করেন তাহাতে তিনি দুই সহস্র মুদ্রা অর্পণ করেন এবং নিজ ব্যয়ে ৫ মাইল একটী রাস্তা প্রস্তুত করেন। প্রজাদিগকে বিনা সুদে ধান্য ও নগদ প্রায় দশ হাজার টাকা কর্জ্জ দেন এবং রিলিফ আফিসারদিগের যখন যে টাকার দরকার হয় তাহাও বিনা সুদে তাহাদিগকে প্রদান করেন। ইহার অনেক গুলি সদনুষ্ঠান আছে। ইনি নিজ ব্যয়ে একটী স্কুল ও একটী ডিস্পেন্সরি স্থাপন করিয়াছেন এবং দেশীয় চিকিৎসার উন্নতি নিমিত্ত কয়েক জন কবিরাজকে বেতন দিয়া রাখিয়াছেন। রাজ কুমারকে ইনি ২৪ খান মোহর ও পাঁচটী হস্তি দন্ত উপহার দেন এবং আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, তিনি উহা গ্রহণ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট আদেশ

২৪ পরগণার জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ভর্ণার সাহেব দমদমার কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইলেন। কিন্তু ইনি আঠারো মাসের নিমিত্ত ছুটী লওয়ায় গর্ডন সাহেব তাহার স্থানে নিযুক্ত হইলেন।

হুগলীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট উইকস্ সাহেব ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর হইলেন।

রংপুরের জজ গ্রাণ্ট সাহেব ময়মান সিংহের জজ হইলেন।

মেকালে সাহেব ২৪ পরগণার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

মালদহার মাজিষ্ট্রেট কিং সাহেব রংপুরের জজ হইলেন।

ভাগলপুরের জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কুইন সাহেব মালদহার মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

ম্যাকডোনেল সাহেব দরভাঙ্গার মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

সংবাদ।

—বেঙ্গালোরে এক জন মেম ও সাহেব ভারি বিপদ গ্রস্ত হন। ইহাদের কোন বাটিতে নিমন্ত্রণ হয়। সেখানে আরো কয়েক জন সাহেব ও মেমের নিমন্ত্রণ হইয়া ছিল। মেমেরা যে স্থলে উপবেশন করেন তাহার উপর একটি কিরোসাইন ল্যাম্পা ঝুলিতে থাকে। হঠাৎ ল্যাম্পটী এক জন মেমের মস্তকের উপর পতিত হয়। তদ্দণ্ডে তাহার পোষাকে আগুন ধরিয়া যায়। এক জন সাহেব গোলমাল শুনিয়া দৌড়িয়া আসেন এবং মেমকে বিপদাপন্ন দেখিয়া তিনি তাহাকে জড়াইয়া ধরেন। মেম সাহেব ভূপতিত হন, সাহেব তাহার জলন্ত বস্ত্র সমুদায় ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলেন। কিছু ক্ষণ পরে সাহেব জানিতে পান যে, যাহাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত তিনি এত যত্ন করিতেছেন তিনি তাহার স্ত্রী। ইহা জানিতে পারিয়া তিনি উন্মাদের ন্যায় হন এবং আত্ম শরীরের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি না করিয়া মেমের অগ্নি হস্ত দ্বারা নির্ব্বাণ করেন। সাহেব ও মেম উভয়ই রক্ষা পাইয়াছেন, কিন্তু ইহারা যে রূপ গুরুতররূপে দগ্ধ হইয়াছেন তাহাতে ইহাদের সত্বর আরোগ্য লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

—নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রথম শ্রেণী।

হরিশ্চন্দ্র সেন, গোপাল কৃষ্ণ ঘোষ, যোগেন্দ্র নাথ সেন, রাম শরণ লাল, চতুর্ভুজ সাহাই, নৃপ গোপাল বসু।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

শ্যামাকান্ত রায়, তারাপ্রসন্ন চৌধুরি, নীলাম্বর পাল, যদুনাথ হাজরা, চৈতন্যচরণ মিত্র, মহেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, মধুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

—চুয়াডাঙ্গার মাজিষ্ট্রেট স্কিন সাহেব তাঁহার অধীনস্থ প্রজাদিগকে ক্রমে স্নেহপাশে আবদ্ধ করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি একটী বারোয়ারীর উদ্যোগ করিয়া ছিলেন। এই বারোয়ারিতে বিস্তর টাকা ব্যয় হইয়াছে। তাঁহার মহকুমায় যত লোক আছে সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন কৃষ্ণনগর এবং অপর স্থানের বড় বড় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বারোয়ারী ছয় দিন ছিল এবং ইহাতে কবি হইতে নাটক অভিনয় পর্য্যন্ত সমুদয় আমোদ হইয়া ছিল। মেহেরপুরের মাজিষ্ট্রেট টেলার সাহেবও স্কিন সাহেবের পথ অনুসরণ করিতেছেন। যদি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটেরা এই রূপ নানা উপায়ে প্রজা রঞ্জন করেন তাহা হইলে তাঁহাদের কঠোরতার সহিত শাসন করিতে হয় না। তাঁহারা যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন এবং পেনাল কোড স্পর্শ না করিয়া দেশ সুশাসন করিতে পারেন। স্কিন সাহেবের এ পর্য্যন্ত কোন কার্য্যে ত্রুটী দেখান নাই। অন্যান্য মহকুমার মাজিষ্ট্রেটেরা যে সমুদয় কার্য্য করিতেছেন ইনিও তাহাই করিতেছেন, তবে ইনি স্নেহ ও যত্ন দেখাইয়া অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে এই রূপ বাধ্য করিয়াছেন যে, তিনি যদি আজ সকলকে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রবেশ করিতে বলেন, তাহাও সকলে করে। তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন যদি ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন, তাহা হইলে ইংরাজেরা আজ পৃথিবীর অধীশ্বর হইতেন এবং ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর মধ্যে একটী উন্নত রাজ্য হইত। স্কিন সাহেব নিজগুণে এ দেশীয়দিগের হৃদয়ের কবাট খুলিয়াছেন, এখন তিনি ইহাদিগকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন। যত্ন করিলে ইংরাজ মাত্রে এ দেশীয়দিগের কবাট এই রূপ খুলিতে পারিবেন।

—চন্দন কাষ্ঠের ন্যায় অপূর্ব্ব কাষ্ঠ বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই। মহীশূরে চন্দন কাষ্ঠের বিস্তর আবাদ হইয়া থাকে। ইহা আপনা আপনি জঙ্গলে জন্মে কিন্তু যত্ন করিলে কাষ্ঠের গুণ বৃদ্ধি হয়। চন্দন কাষ্ঠ বিক্রয় দ্বারা মহীশূরে বৎসর প্রায় ৫ ক্ষ টাকা আয় হয়। চন্দন বৃক্ষের ছাঁয়া যেখানে পতিত হয় সেখানে কিছুই জন্মে না। মুলনাদ নামক স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চন্দন বৃক্ষ জন্মে। এখানে যে সমুদয় বৃক্ষ হয় সে গুলি সরল ও কঠিন এবং ইহা দ্বারা উত্তম বাক্স প্রস্তুত হয়। অপর স্থানে যে সমুদয় বৃক্ষ হয় তাহা তত বড় হয় না কিন্তু তাহার গন্ধ অপেক্ষাকৃত প্রখর। চন্দন বৃক্ষের কাষ্ঠে নানা বিধ কাষ্ঠ পাত্র প্রস্তুত হয়। দেব অর্চ্চনার নিমিত্ত চন্দনের প্রয়োজন হয়, আবার ইহা হইতে সুগন্ধযুক্ত উৎকৃষ্ট আতরও প্রস্তুত হয়।

—ইংলণ্ডে সম্প্রতি একটী ভয়ানক ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ২১শে জানুয়ারিতে ইংলণ্ডের উত্তর প্রদেশে ভয়ানক ঝটিকা ও তুষার বর্ষণ হয়। দুর্য্যোগের সময় স্কটলাণ্ড হইতে লণ্ডনে এক খানি রেলওয়ে শকট আগমন করিতেছিল, পথে এক স্থানে এক খানি কয়লার গাড়ি বোঝাই হইতেছিল। উপরি উক্ত গাড়ি সহসা ইহার উপর পতিত হয় এবং ভয়ানক সংঘাত উপস্থিত হয়। শকট শ্রেণী বিপর্য্যস্ত হয়, এবং সকল দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। লোক দিশেহারা হইয়া অচৈতন্য প্রায় হইয়া রহিয়াছে ইতি মধ্যে লণ্ডন হইতে আর এক খানি রেলওয়ে শকটযুথ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হয় এবং ইহার সঙ্গে অপর দুই খানি শকটের ভয়ানক সংঘাত হয়। রাত্রি অন্ধকারময় আবার ঝটিকা এবং তুষার বর্ষণ হইতেছিল। এমন অবস্থায় এই রূপ সংঘাত কি ভয়ানক ব্যাপার তাহা অনায়াসে অনুভব করা যাইতে পারে। যাহারা এই বিপদে পতিত হইয়া ছিলেন তাহারা প্রথমে ভাবিলেন যে, বুঝি পৃথিবী লয় হইল। একটু সংজ্ঞার উদ্রেক হইলে তাহারা দেখেন যে, শত শত শকট চূর্ণায়মান হইয়া রহিয়াছে এবং বিপদাপন্ন ব্যক্তিদের আত্মনাদে গগণ আচ্ছন্ন করিয়াছে। যাহারা শকটের নিম্নে পতিত হইয়া ছিল তাহাদিগকে ক্রমে উদ্ধার করা হইল এবং আহত ব্যক্তিদিগকে যথা সাধ্য সেবা সুশ্রূষা করা হইল। যেরূপ ভয়ানক সংঘাত হইয়া ছিল সৌভাগ্যক্রমে তত অধিক লোক হত নাই। ছয় জন পুরুষ ও ছয় জন স্ত্রী লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। প্রথম সংঘাতে কাহার প্রাণ নষ্ট হয় নাই, দ্বিতীয় সংঘাতে ইহাদের মৃত্যু হয়।

—পুরাতন পৃথিবীতে পুরুষে স্ত্রী লোকের উপর আধিপত্য করেন কিন্তু নূতন পৃথিবীতে ঠিক তাহার বিপরীত। আমরা যে রূপ স্ত্রীলোকের উপর ব্যবহার করি, আমেরিকান স্ত্রীলোকেরা পুরুষের প্রতি প্রায় সেই রূপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। এক জন আমেরিকান মহিলা তাহার স্বামীর মৃত্যুতে এই রূপ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন; 'অনারেবল জন স্মিথের খাটিতে আমার স্বামী মেঃ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মেঃ জন অতিশয় শান্ত ও নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। গার্হস্থ্য সুখের নিমিত্ত যে সকল মধুর গুণ চাই তাহার বিলক্ষণ ছিল।" মিসেস উডহল নামক আর এক জন আমেরিকান মহিলা তাহার স্বামীর জীবিত দশায় আর এক জনকে বিবাহ করিয়াছেন। ইনি উভয় স্বামীর সহিত সহবাস করিতেছেন। তিনি স্বাধীন প্রেমের এমনি গোড়া যে তিনি বলিতেছেন যে যাহার সঙ্গে তাহার প্রণয় হইবে তাহাকে তিনি বিবাহ করিবেন। মিসেস উডহল আমেরিকায় এক জন বিদ্যাবতী মহিলা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

—অনেক দিন হইল আমরা প্রকাশ করিয়া ছিলাম যে, ব্যাঘ্রের নিকট একটী মনুষ্য শিশু পাওয়া গিয়াছে। নীল গিরীতে সম্প্রতি এই রূপ আর একটি ঘটনা হইয়া গিয়াছে। উক্ত স্থানে এক জন কাটুরিয়ার সাত মাসের একটি শিশু সন্তান অনুদ্দেশ হয়। অনেক অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। কয়েক দিন পরে ইহারা স্ত্রী পুরুষে জঙ্গলে কাট ভাঙ্গিতে যায়। হঠাৎ শিশু সন্তানের ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাইল। যে দিক হইতে ক্রন্দন ধ্বনি আসিতে ছিল সেই মুখ যাইয়া তাহারা দেখে যে, তাহাদের হারান ছেলেটি একটী নেকড়ে ব্যাঘ্রের গর্ত্তে রহিয়াছে। সন্তানটী নিদ্রিত ছিল এবং যদও যে এক মাস পর্য্যন্ত তাহার পিতা মাতা হইতে দূরে ছিল তত্রাচ তাহার শরীর দিব্য পুষ্ট ছিল।

—এক জন আমেরিকাবাসী চিনদিগের সম্বন্ধে এই বক্তৃতা করেন। চিনেরা কালিফোর্ণিয়ায় ১৮৫০ অব্দে প্রথম প্রবেশ করে। তাহারা শ্বেতাঙ্গ মনুষ্যের পশ্চাৎ ২ চলিতে থাকে এবং কচ্ছপ যে রূপ পরিশ্রমে খরগোসকে অতিক্রম করে ইহারাও সেই রূপ শ্বেতাঙ্গদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া যায়। চিনেরা কালিফোর্ণিয়া হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা নিজ দেশে লইয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহারা একটা পয়সাও কালিফোর্ণিয়ায় ব্যয় করে না তাহারা শ্বেতাঙ্গদিগের সহিত মিশে না, তাহাদের মুদির দোকান পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র এবং শরীরে আস্তি পর্য্যন্ত তাহাদের দেশে পাঠাইয়া দেয়। আইন ও ধর্ম্ম যাজন ব্যতীত এমন কাজ নাই যাহাতে চিনেরা প্রবেশ না করিয়াছে। প্যাসিফিক রেলওয়ে চিনেরাই প্রস্তুত করে। কালিফোর্ণিয়ার তিন ভাগ কাপড় ইহারা ইস্ত্রি করে। স্যান ফ্রানসিসকোতে ২০০০০হাজার চিন আছে। তাহারা যে অংশে বাস করে তথাকার গৃহ এবং সমস্ত দোকান চিনদিগের। ইহারা এরূপ মিতব্যয়ী যে, যে সকল খাদ্য আমরা স্পর্শ করি না তাহা পর্য্যন্ত ইহারা আহার করে। মল মূত্র পর্য্যন্ত ইহারা নষ্ট করে।

—মরিচী দ্বীপের উত্তর পশ্চিমে ইতি মধ্যে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্য ক্রমে উক্ত দ্বীপে অতি অল্প মাত্র ঝড় হইয়াছিল। এখানকার ইক্ষু ক্ষেত্রগুলির অবস্থা অতিশয় সন্তোষজনক।

—যুবরাজ ৭ই মার্চ্চ তারিখে আলাহাবাদ আগমন করিবেন। ঐ তারিখে লর্ড নর্থব্রুক তথায় পোঁছিলে ডাক্তার ফেরার, জেনারেল প্রোবিন ও জেনারেল ব্রাউন সাহেবকে নাইট উপাধি দেওয়া হইবে। এতদ্‌-ভিন্ন নিম্ন লিখতি সাহেবেরা কম্পানিয়ান উপাধি প্রাপ্ত হইবেনঃ—সিরাপিস জাহাজের কাপ্তেন গ্লিন সাহেব; গবর্ণর জেনারেলের মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল আরল; লর্ড নর্থব্রুকের ভ্রাত ষ্পুত্র কাপ্তেন বেয়ারিং; বরদার রেসিডেণ্ট মেলবিল সাহেব; মেজর হেণ্ডারসন; মেজর ব্রাডফোর্ড; কর্ণেল আরমার এলিস; এবং কর্ণেল মাইকেল। যুবরাজ এ দেশে আগমন করায় আর কোন উপকার হউক না হউক, অনেক গুলি সাহেব তরিয়া গেলেন।

—শুনা যাইতেছে যে, মরিচী দ্বীপের গবর্ণর সার আরথার ফেয়ার বোম্বাইয়ের গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইবেন এবং হংকঙ্গের গবর্ণর সার আরথার কেনেডী মরিচী দ্বীপের গবর্ণর হইয়া তথায় গমন করিবেন। ইংলিশম্যান বলেন যে, এটী জনরব মাত্র।

—কলিকাতায় আর এক খানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইতেছে। ইহার নাম 'টি জোর্ণাল ও প্লানটারস্ ক্রাণিকল।' চা সংক্রান্ত প্রস্তাব সকল ইহাতে অধিকাংশ প্রকাশিত হইবে। এতদ্‌ভিন্ন সাধারণ বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ও ইহাতে লিখিত হইবে। ভারতবর্ষে আজ কাল যেরূপ চার আবাদ হইতেছে তাহাতে যে এরূপ এক খানি পত্রিকা সুন্দর রূপে চলিতে পারে তাহা বলা বাহুল্য।

—ইংরেজেরা ক্রমেং দেশীয় রাজাদের মধ্যে চাকুরী গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এ দেশীয় শিক্ষিত যুবকদের জীবনোপায়ের এই একটি মাত্র স্থল ছিল কিন্তু তাহাও ইংরেজেরা অধিকার করিতে চলিলেন। সম্প্রতি হেনরী এডওয়ার্ড ট্রেবর নামক এক জন বারিষ্টার নিজামের রাজ্যে একটি উচ্চ বেতনের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে সার সালার জঙ্গের অনুরোধ ক্রমে ইনি বিলাত হইতে হাইদ্রাবাদ আগমন করিয়াছেন।

—গত ২৫শে ফেব্রুয়ারীতে সি, আই রেলওয়ে লাইনে একটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। দুই খানি গাড়ী প্রায় এক সময়ে বিপরীত দিক হইতে বহির্গত হয়। একটি বক্র স্থানে মোড় ফিরিবার সময় উভয় গাড়ীতে সংঘাত হয়। কুড়ী খানি গাড়ী চুর্ণ হইয়া যায় এবং দুটী ইঞ্জিনও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এক জন ড্রাইবার ও চারি জন ফায়ারম্যান কিঞ্চিৎ মাত্র আঘাত প্রাপ্ত হয়, আর এক জন ড্রাইবার গুরুতররূপে আহত হয়।

—ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তথাকার সৈন্য দল বৃদ্ধির নিমিত্ত ক্রমাগত যত্ন করিতেছেন, কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। ধন বৃদ্ধির দ্বারা ইংলণ্ডবাসীদিগের ভোগ বিলাসের ইচ্ছা বলবৎ হইয়াছে। ইচ্ছা পুর্ব্বক তাঁহারা এখন যুদ্ধের কঠোরতা সহ্য করিতে চাহেন না। ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট এই নিমিত্ত আইন দ্বারা বাধ্য করিয়া প্রজাগণকে সৈন্য দলে প্রবিষ্ট করাইবার [illegible] করিবেন স্থির করিয়াছেন।

—এখানে যত গবর্ণর জেনারেল কি লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর আগমন করেন সকলেই অদ্ভুত পরিশ্রমী। আগন্তু গবর্ণর জেনারেল কি রূপ পরিশ্রমী তৎ সম্বন্ধে এক খানি সম্বাদ পত্রে এই রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। ২৫ শে জানুয়ারিতে তিনি মহারাণীর সঙ্গে দেখা করিবার নিমিত্ত অসবরণে গমন করেন। তাহার পর দিন অনেক রাত্রে সেখান হইতে প্রত্যাগমন করেন। প্রত্যাগমন করিয়া এক রাসি পত্রের উত্তর প্রদান করিয়া বিশ্রাম করেন। তিনি প্রতি দিন শত শত লোকের সঙ্গে নানা বিষয়ের নিমিত্ত দেখা সাক্ষাৎ করিতেছেন, অথচ ইহাতে কিছু মাত্র কষ্ট প্রকাশ করেন না। এ দেশের গবর্ণর জেনারেলদিগের প্রধান কর্ম্ম দরবার করা। লর্ড লিটন বোধ হয় ইংলণ্ডে থাকিয়া পূর্ব্ব হইতে তাহাই অভ্যাস করিতেছেন। তিনি যদি প্রতি দিন শত শত লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারেন এবং রাসি রাসি পত্র লিখিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার এখানকার গবর্ণর জেনারেলের কার্য্য করা আর কোন মতে কঠিন হইবে না। গবর্ণর জেনারেলদিগের আর একটি কার্য্য আছে। শুকর শিকার করা। যদি লিটন এই কার্য্যে তৎপর হন তাহা হইলে তাঁহার যশের আর সীমা থাকিবে না।

—ইংলণ্ড ও স্কটলাণ্ডে প্রতি দিন সকালে ৪২ খানি এবং অপরাহ্নে ৫৬ খানি দৈনিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইংলণ্ডে রাজনীতি সম্বন্ধে দুইটী দল আছে, লিবারেল ও কনজারবেটিব। দৈনক পত্রের ৫৪ খানি প্রথম দলস্থ এবং ৩৫ খানি দ্বিতীয় দলস্থ ৯ খানি কোন পক্ষেই নহে।

—মন্ত্রিবর গ্লাডেষ্টন সংম্প্রতি কোন স্থানে বক্তৃতা প্রদান কালে শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলেন 'প্রত্যেক পিতা মাতার সন্তান সন্ততিগণকে এই ভাবে শিক্ষা ও পালন করা উচিত যে, অপরের মুখাপেক্ষী এবং অপদার্থ না হয়, কারণ আলিস্য পরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের ন্যায় জঘন্য বস্তু পৃথিবীতে আর নাই।' আমরা জানিতাম ভারতবর্ষই এই রূপ বক্তৃতার উপযুক্ত স্থান কিন্তু উপরিউক্ত ঘটনা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে, কর্ম্মঠ ও কার্য্য তৎপর করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডেও যুবকদিগকে এখন উত্তেজনা করিতে হইতেছে। পণ্ডিতেরা বলেন যে, জল বায়ুর গুণে লোক কর্ম্মঠ কি অকর্ম্মণ্য হয়, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় কর্ম্মণ্য কি অকর্ম্মণ্য করিবার আরও নানা বিধ কারণ আছে। ভারতবর্ষের ধন রাশিতে কঠোর শরিরী মুসলমান জাতিকে বিলাস সাগরে ভাসমান করে। ইংরাজ জাতির শরীরে এই তরঙ্গ ক্রমে স্পর্শ করিতেছে। ভারতবর্ষের প্রসাদে ইংলণ্ডের অর্থের অভাব নাই। ভারতবর্ষের প্রসাদে ইংরাজদিগের জীবনোপায়ের অভাব নাই। ভারতবর্ষের প্রসাদে তাঁহাদের প্রভুত্ব দেখাইবার অভাব নাই। কিন্তু অর্থ, জীবনোপায় ও প্রভুত্ব সুলভ উপায়ে লভ্য হইলে তাহার সঙ্গে২ অনেক অনিষ্টেরও উৎপত্তি হয়। এই নিমিত্ত বীরাগ্রগণ্য ব্রিটন জাতির মধ্যে রাজ পুরুষেরা যত্ন করিয়া সৈন্য পাইতেছেন না। রাজ মন্ত্রী গ্লাডেষ্টন সাহেব প্রকাশ্য বক্তৃতায় এখন ইংলণ্ডের যুবক দিগকে আলস্য পরতন্ত্র না হইবার নিমিত্ত উৎ-তেজনা করিতে বাধ্য হইতেছেন।

—পাওনিয়ার বলেন যে, আগামী ২রা ও ৭ই এপ্রেলের মধ্যে লর্ড লিটন নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবেন।

—বেনারসের বাবু হেম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি আমাদিগকে একটি তালিকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। হেম বাবু বলেন যে, তিনি ওলাউঠার অপূর্ব্ব ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং এই ঔষধ দ্বারা তিনি যত রোগী চিকিৎসা করিয়াছেন তাহাদের কত জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও কত জন মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়াছে তাহা উক্ত তালিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। যদি হেম বাবুর তালিকা বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে তাহার ঔষধ দ্বারা প্রকৃত আশ্চর্য্যরূপে রোগীগণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ৪৫২ জন রোগীর মধ্যে ৩৭৫ জন আরোগ্য হয় এবং ২১ জন মাত্র মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। এই ঔষধটী পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। হেম বাবু উহা বিনা মুল্যে বিতরণ করিতেছেন।

—মিশোর দেশের রাজা অনেক দিন অবধি আফেরিকার কয়েকটী জাতির সঙ্গে ঘোর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন। এই যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া তিনি শত্রুর কোন রূপ অনিষ্ট করিতে পারিয়াছেন কি না তাহা আমরা জানি না, কিন্তু নিজে ক্রমে বিপদাপন্ন হইতেছেন। তিনি তাঁহার সৈন্যগণ সুশিক্ষিত করাইবার ও যুদ্ধ কার্য্য সুচারুপূর্ব্বক চালাইবার নিমিত্ত জর্ম্মেনী হইতে সুশিক্ষিত যোদ্ধাদিগকে আনয়ন করিতেছেন। আয়ের আর ব্যয়ের সামঞ্জস্য করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে এক জন মন্ত্রী আনয়ন করিয়াছেন। অর্থের সংকুলনার্থে সুয়েজ খালের কতক গুলি অংশ তিনি ইংলণ্ডের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন! আবার তাঁহার দেশের মধ্যে যে সমুদয় রেলওয়ে আছে তাহা ইংলণ্ডের নিকট বিক্রয় করিতেছেন। তাঁহার ক্রমে যেরূপ দুর্দশা হইতেছে তাহাতে অল্প দিনের মধ্যে হয় মিশর দেশ প্রশিয়া কি ইংলণ্ডের অধীন হইবে। এ পর্য্যন্ত যে দেশ অপর দেশকে পরাধীন করিয়াছে, পরিণামে প্রায় সেই দেশ অধিকৃত দেশের সঙ্গে২ রসাতলে গিয়াছে। জারমেনি ফ্রান্সকে পদানত করিয়া পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। প্রশিয়ার দেনা সাত গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং রাজ্যের মধ্যে যে রূপ গোলযোগ তাহাতে বিসমার্কের চক্রে এখন কোন বিপদ উপস্থিত হয় নাই, যে দিন বিসমার্কের মৃত্যু হইবে সেই দিন প্রশিয়ায় মহা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। রোমের পতনের কারণ এই, গ্রিসের পতনের কারণ এই। মুসলমান জাতির দুর্গতিরও কারণ এই। ইংলণ্ডবাসীরা এখন অনেক সময় মনে২ চিন্তা করেন ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া ইংলণ্ডের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইয়াছে। গ্রাণ্ট ডফ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে অনেকে তাঁহাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেন। ভারতবর্ষ অধিকার না করিলে হয়ত ইংলণ্ডের ইউরোপে অপদস্থ হইতে হইত না, আজ সৈন্য দল বৃদ্ধির নিমিত্ত তাহার লালায়িত হইতে হইত না, ও আবিশিনিয়ার যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া আত্ম গৌরব করিতে হইত না।

—আমাদের নূতন সৈন্যাধ্যক্ষ সার এফ হেনস্ আগামী ১৫ই মার্চ্চ ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবেন।

—গত ২০এ ফেব্রুয়ারী তারে সংবাদ আইসে যে রাজ পুত্র রামবাসায় পৌঁছিয়াছেন। সার জং বাহাদুর তাঁহাকে অভ্যর্থনার নিমিত্ত উপস্থিত থাকেন। রাজ পুত্র তাঁবুতে প্রবেশ করিলে সার জং বাহাদুর মণি মাণিক্যে খচিত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। যুবরাজ তৎপর সার জং বাহাদুরকে তাঁহার তাবুতে দর্শন করিতে যান। রাজ পুত্রের সম্মানার্থে অনেক গুলি নেপাল সৈন্য দণ্ডায়মান হয়। যুবরাজ তাহাদের চেহারা দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। তৎপর রাজ পুত্র নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করেন। এখানে বৃহদাকারে শীকারের উদ্যোগ করা হয়। প্রায় ৮০০ শত হস্তি এই নিমিত্ত নিয়োজিত হয়। এই সপ্তাহে দুটি ব্যাঘ্র, দুটি ব্যাঘ্র শাবক, তিনটি ভল্লুক, দুটি ভল্লুক সাবক, একটি চিতা ব্যাঘ্র ও অন্যান্য বন্য জন্তু শীকার করা হয়। জং বাহাদুর যুবরাজকে অনেক গুলি বন্য জন্তু ও পক্ষী উপহার দিয়াছেন।

—ইংলণ্ডের এক জন সৈন্দিক লণ্ডন হইতে ৭৩ মাইল পথ ২১ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে ভ্রমণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আড়াই ঘণ্টা তিনি লণ্ডনে অবস্থিতি করেন। যে সময় পথ তুষরাবৃত ছিল, সেই সময় তিনি এই রূপ গমন করেন। এই ব্যক্তি অন্যত্র ৪৪ মাইল পথ ১০ ঘণ্টায় ভ্রমণ করিয়াছেন। এই ব্যক্তি প্রথমবার প্রতি ঘণ্টায় ৩।।০ মাইল পথ এবং দ্বিতীবার এক ঘণ্টায় ৪ মাইল পথ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং ইংলণ্ডবাসীরা ইহাতে এরূপ আশ্চর্য্য হইয়াছেন যে, ইহা সম্বাদ পত্রে উঠাইয়া মহা গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু এদেশে ঘণ্টায় ৪ মাইল কি তিন মাইল গমন করিতে পারে এরূপ অনেক লোক পাওয়া যায়। পূর্ব্ব কালীয় কোন ব্রিটন যদি পুনর্জীতি হন এবং শুনেন যে, তাহাদের এক জন ঘণ্টায় ৩।।০ মাইল পথ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং তাহা লইয়া ইংরাজেরা তাহাকে উচ্চৈস্বরে প্রশংসা করিতেছেন তাহা হইলে তিনি লজ্জায় হয় ত অধমুখ হইবেন

—এই রূপ জনরব যে, লর্ড নর্থব্রুক ও প্রধান সেনাপতি আগামী ৫ই মার্চ্চ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া আলাহাবাদ গমন করিবেন। প্রধান সেনাপতি সম্ভবতঃ আর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছেন না। তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কিছু দিন যাপন করিয়া বোম্বাই হইয়া বিলাত যাত্রা করিবেন।

—সিবিল কোর্ট আমিনের পদ বোধ হয় উঠিয়া যায়। লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর গত বৎসরের রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, সিবিল কোর্ট আমিনেরা সুচারুপূর্ব্বক কার্য্য করেন না, আবার আর এক গোল উপস্থিত হইয়াছে। যখন সিবিল কোর্ট আমিন নিযুক্ত হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করেন যে, অর্থী প্রত্যর্থিগণ আমিনদের নিমিত্ত যে অর্থ আদালতে অর্পণ করিবেন তাহা দ্বারা ইহাদের বেতন উঠিবে, কিন্তু গত বৎসরের হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ইহাদের বেতনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের ১৯৮৮৭ টাকা দণ্ড দিতে হইয়াছে। গবর্ণর জেনারেলের আদেশ অনুসারে এই নিমিত্ত হাইকোর্ট জেলার জজদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট এই রূপে ক্ষতিগ্রস্থ হইলে জজেরা তাঁহার জবাবদিহি করিবেন। সিবিল আমিন দ্বারা দেশের অপকার কি উপকার হয় সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। ইহারা যে কার্য্য করেন, ইহা অতি গুরুতর। এই কার্য্যে মুনসফে অথবা তাহাদের তুল্য কোন রাজ কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করা গবর্ণমেণ্টের অতি কর্ত্তব্য।

—লর্ড লিটন সম্ভবতঃ ২রা আপ্রিল তারিখে এখানে পৌছিবেন। তিনি ২রা না আসিতে পারেন, ৭।৮ই তারিখে নিশ্চয় এখানে পৌছিবেন।

—মান্দ্রাজে অনেকে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতেছেন। সেখানে এ বৎসর অতি অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং প্রচুর শস্য জন্মে নাই। আবার নানা রূপ পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া স্থানে স্থানে মড়ক উপস্থিত হইয়াছে। এবার দেবতার অবস্থা দেখিয়া বাঙ্গলায়ও অনেকে সশঙ্কিত হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বিন্দুবর্ষণ হইল না। অনেক স্থানে এখন ভারি জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বেহারে সে বৎসরের ন্যায় প্রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। গবর্ণমেণ্ট একটু মনোযোগ করিলে এবার আবার গত দুর্ভিক্ষের ন্যায় অনায়াসে বাঙ্গলায় একটী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত করিতে পারেন। তখন না হউক, এখন গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অনর্থক কি গোলযোগই তাহারা দেশে উপস্থিত করেন।

—ব্রহ্ম দেশের রাজার কন্যা এবং রাজ পরিবারস্থ অন্য মহিলাদিগের কর্ণবেধ উপলক্ষে ভারি ধুমধাম হইয়া গিয়াছে। এই শুভ কর্ম্মে রাজা ৪০ দিন রাজ বিচারালয় সমুদয় বন্ধ করেন। অনেক গুলি কারাগারবাসীদিগকেও কারাগার হইতে মুক্ত করেন।

—মুরসিদাবাদের নবাবের দেনা পরিশোধের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে কমিশন নিযুক্ত করেন তাহাদের কার্য্য সত্বর সমাপ্ত হইবে। কার্য্য সমাপ্ত হইলে বকেট সাহেব সিবিল সরবিস পরিত্যাগ করিবেন। অনেকের বিশ্বাস যে, এই কমিশন নিযুক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট নবাবের এবং তাঁহার পুত্রদিগের প্রতি অনেক অবিচার করিয়াছেন। যে সমুদয় সম্পত্তি নবাব তাঁহার পুত্রদিগকে দান করেন এবং তাঁহার পুত্রেরা অন্য স্থলে যে সমুদয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন, গবর্ণমেণ্ট এই কমিশন নিযুক্ত করিয়া সে সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস নবাবের যে ঋণ ছিল তাহা তিনি গবর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যে পরিশোধ করিতে পারিতেন। আবার এই রূপ রাষ্ট্র যে, নবাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার পিতার সমুদয় দেনা পরিশোধের ভার নিজে গ্রহণ করিতে চান, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্মত হন না। নবাবের দেনা পরিশোধ উপলক্ষ করিয়া তাঁহার সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট শুদ্ধ আত্মসাৎ করিলেন না, নবাবের বংশ মর্য্যাদার অপলোপ করিলেন। গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কমিশনারগণ যে সমুদয় বিচার করিয়াছেন তাহা অবিচার কি সুবিচার হইয়াছে তাহা আমাদের অবগত হইবার কোন উপায় নাই। ইহার রিপোর্ট প্রকাশ হয় নাই, কিন্তু যদি কোন রূপ অবিচার হইয়া থাকে তবে যাহাতে তাহার প্রতিবিধান হয় তাহা করা অতি কর্ত্তব্য। বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান এ উভয় জাতি মুরসিদাবাদের নবাবকে যথোচিত সম্মান করেন। তাঁহার পতনে বোধ হয় অনেকে দুঃখিত হইবেন। আবার গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞতা, ঔদাস্য কি অবিচারে যদি তাঁহার পতন হয় তাহা হইলে সকলের আরো অধিক দুঃখ হইবে। তিনি এখন অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন। এখন তাঁহাকে এদেশীয়দিগের, বিশেষতঃ মুসলমানদিগের সাহায্য না করিলে তাহাদের ভারি কলঙ্ক হইবে। যদি গবর্ণমেণ্ট জানিতে পান যে, কমিশরগণ নবাবের প্রতি কোনরূপ অবিচার করিয়াছেন তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার প্রতিবিধান হইবে। গবর্ণমেণ্ট মুরসিদাবাদের নবাবের নিকট গুরুতর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছেন। ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার অনিষ্ট করিলে যে তাঁহাদের মহা পাপ হইবে তাহা ইংরাজ জাতিকে আমাদের শিক্ষা দিতে হইবে না। আমাদের বিবেচনায় যাহাতে এই কমিসনারগণের বিচার কার্য্য গুলি ও কেন কমিশন নিযুক্ত হইল ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে ইহার দোষ গুণ সকলে অনুভব করিতে পারিবে এবং যদি কমিশনরগণ কোন বিষয়ে অবিচার করিয়া থাকেন গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় উহার সংশোধন করিবেন।

—ভারত মহিলাদিগের প্রতি বোধ হয় ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলেন। তাঞ্জোরের রাণী সম্বন্ধে মান্দ্রাজের এক খানি সম্বাদ পত্রে এই রূপ লিখিত হইয়াছে। রাণী ইংরাজী ভাষা বিলক্ষণ শিক্ষা করিয়াছেন, পিয়ানো বাজাইতে জানেন এবং মেমদিগের অন্যান্য সুযোগ্যতাও শিক্ষা করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি ইহার বিশেষ যত্ন।

প্রেরিত।

ভুত! ভুত!!

বাল্যকাল হইতে "ভুত ভুত" একটি কথা শুনে আসিতেছি, কিন্তু মহাশয় ভুত যে কি পদার্থ তাহা কেহ বলিতে পারেন কিনা তাহা সন্দেহ। মহাশয় কিম্বা মহাশয়ের পাঠক বৃন্দের মধ্যে কেহ কখন কি এই পদার্থটী দেখিয়াছেন? আমরা এলাহাবাদে ইহার কথা শুনিতেছি, এবং ভুতের সঙ্গে কথা কহিতেছি। এই অদ্ভুত ভুতের বিষয় মহাশয়ের গোচরার্থে প্রেরণ করিতেছি।

মহাশয় এলাহাবাদে দুইটি ভুত আসিয়াছে। তাহারা একটি পুলের নিম্নভাগে বাস করিতেছে। তাহারা এই রূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। জনেক রেলের কর্ম্মচারী এক দিবস রাত্রি কালে উল্লেখিত পুলের নিকট মূত্র ত্যাগ করিতে উপবেশন করিয়া শ্রবণ করিল যেন পুলের ভিতর দুইটি লোক কথোপকথন করিতেছে। ইহা শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিল যে কোন লোক চুরি করিবার মানসে আসিয়া ঐ স্থানে লুকায়িত হইয়া রহিয়াছে; এই বিবেচনা করিয়া "কেও কেও" করিয়া চীৎকার করাতে তোর "বাবা" এই প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইল। ইহাতে দুইটী কনেষ্টেবল সমভিব্যাহারে লইয়া রেল কর্ম্মচারী ভুতদিগের বাস স্থলের নিকট উপস্থিত হইয়া বিশেষ অনুসন্ধানান্তর কিছুই অবলোকন করিতে পারিল না, কিন্তু এই বাক্য তাহাদিগের কর্ণগোচর হইল 'চলে যা নৈলে গুলি করিব।' ইহাতে তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে ইহা মনুষ্য নহে কিন্তু উপদেবতা। রাম রাম করিয়া তাহারা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। ক্রমে২ ভুত আসিয়াছে ভুত আসিয়াছে বলিয়া জনরব হওয়াতে সে স্থানটি এক্ষণে দ্বিতীয় মাঘ মেলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্য অস্ত পর্য্যন্ত কত শকট কত ঘোটক কত এক্কা আর কত লোক তথায় গমন এবং তথা হইতে আগমন করিতেছে, এবং কত লোক দণ্ডায়মান হইয়া ভুত দ্বয়ের সহিত কথোপকথন করিতেছে তাহা বর্ণনাতীত। জনতা এত হইয়া থাকে যে, কর্ত্তৃপক্ষেরা পুলিশ গারদ না বসাইয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই।

এই স্থানে একজন বাঙ্গালী যিনি এ স্থানে বহু কাল হইতে বাস করিতেছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন যে, যাহার অভ্যন্তরে ভুতেরা রহিয়াছে ঐ স্থানে একটি বৃহৎ পুস্করিণী ছিল। সেই পুস্করিণীতে কয়েকটি বালক জলমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়া ছিল, তাহারাই ভুত যনি প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু তাহা কি রূপে হইতে পারে, যখন ভুতদিগের জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিয়াছে যে তাহারা লক্ষ্ণৌ নগর হইতে আসিয়াছে। জনেক কৃত বিদ্য বাঙ্গালি তিনি অবশ্যই কুসংস্কার বর্জ্জিত হইবেন ভুত দ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে প্রশ্নকারীর নাম কি? প্রত্যুত্তরে তাহারা কহিয়া ছিল তাহার নাম শ্যামাচরণ কিন্তু তাহার নাম সারদা প্রসাদ সাণ্যাল হওয়াতে, তিনি কহিলেন তোমাদিগের বাক্য মিথ্যা হইল, তাহাতে তাহারা কহিল না তোমার বাক্য মিথ্যা। আমাদিগের হরিদাস ও মহেন্দ্র ভুতদিগের বাস স্থানটী বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া আসিয়া কহিল ইহা সমস্তই অলীক। কিন্তু পর দিবস শুনিলাম যে, তাহারা যে দিবস দেখিয়া আসিয়াছেন, সেই রাত্রে ঐ সংক্রম অভ্যন্তরে যন্ত্র বাজাইয়া নৃত্য গীত হইয়া গিয়াছে।

এক দিবস কার্য্য বশতঃ আমি সহরে যাইতে আমার শকট ভুতের বাস স্থানের নিকট পৌছানতে বিস্তর লোক দর্শন করিয়া আমি উত্তীর্ণ হইয়া শ্রবণ করিলাম এই স্থানেই ভুত আসিয়াছে। নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম এলাহাবাদের রেল ষ্টেশনের নিম্ন হইয়া যে বৃহৎ সংক্রমটি আছে তাহারই অভ্যন্তরে ভুতদিগের বাস স্থান হইয়াছে। সংক্রমটি অনুন একুশ ফিট, তাহার অভ্যন্তরে এক ফিট জল আছে, ঐ জল একটী নিকটস্থ পুস্করিণী হইতে আসিতেছে। তথায় দণ্ডায়মান হইয়া একটি বা দুইটি শব্দ শ্রবণান্তর ষ্টেশনের উপর উঠিয়া দেখিলাম যে, মনুষ্য তথায় যাইলেও যাইতে পারে। কিন্তু যদিও এটি মনুষ্যের কার্য্য হয় তাহা হইলে সে মনুষ্যটি অল্প ক্ষমতাবান মনুষ্য নহে, যে হাজার২ লোককে দণ্ডায়মান রাখিয়াছে। কি রূপে এই অদ্ভুত ভুতের ব্যাপার শেষ হয় পরে লিখিব।

কর্ণেল গঞ্জ
১৮ই ফেব্রুয়ারি

একান্ত বশম্বদ।
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মিত্র

বগুড়া।

মহাশয়,

কয়েক দিন হইল, রাজসাহী বিভাগের শ্রীযুক্ত কমিসনর এচ্ কক্‌রেল মহোদয় এই বগুড়াতে পদার্পণ করিয়া কালেক্‌টরী, আবগারী, ও রোড সস আপীস দর্শন করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়া গিয়াছেন। আপিস সকলের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে 'আমার বিভাগে অন্য কোন ডিষ্ট্রিক্‌টে এরূপ সুবন্দোবস্ত দেখি নাই।' বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মগরথ মহোদয়েই যে এ জন্য ধন্যবাদের পাত্র তাহার কোন সন্দেহ নাই। আপিস গুলির গুণে যত না হউক, শ্রীযুত মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের চতুরতা, কৌশল গুণে যে অনেকটা ফাঁড়া কাটিয়া গিয়া ছিল, তাহা হয় ত কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

এখানকার পোষ্ট মাষ্টার বাবু জয় মোহন বসু কুঠি জয়পুরের ম্যানেজার জে, জে মেকে সাহেবের মিথ্যাভিযোগে সস্পেণ্ড হইয়া ছিলেন। আহ্লাদের বিষয় এই, অভিযোগ সপ্রমাণ না হওয়ায় স্যার বাবু অল্প দিন হইল রিইনষ্টেট হইয়াছেন। এ জন্য এখানকার কি ইউরোপীয় কি দেশীয় সকলেই যার পর নাই সুখী হইয়াছেন। সকলেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন,

পাছে বা অবিচার হয়। বাস্তবিক, হৃদয় বাবু দ্বারায় এখানকার পোষ্টেল বিভাগের যত উন্নতি হইয়াছে, এবং মফস্বলের স্থানে২ ব্রাঞ্চ পোষ্টাপিস, লেটার বক্‌স স্থাপিত হইয়া সাধারণের যেরূপ সুবিধা হইয়াছে, এরূপ কোন দিন ছিল না এবং এতাধিক হইবে বলিয়াও আর আশা করা যায় না। জমিদারি ডাক পুর্ব্বে পৃথক ভাবে কার্য্য করিত এবং তন্নিমিত্ত যে কিরূপ অসুবিধা ও ক্ষতি সহ্য করিতে হইত, তাহা বলা বাহুল্য। হৃদয় বাবুর যত্নে তাহাও এক্ষণ পোষ্ট.পীসের সহিত মিলিত হইয়াছে।

অদ্য ৪ দিন হইল, বগুড়া থিয়েটরে রামাভিষেক নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। নেপথ্যের শিরোভাগে বৃহদক্ষরে "শ্রীযুক্ত বাবু মাধব চন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয়ের মহদাশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত বগুড়া থিয়েটর" বলিয়া টিকিট দেওয়া ছিল। এখানকার মাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিকট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডাক্তার সাহেব এবং মিসেস্ হিউম ও মিস্ মন্‌রো এই কয় জন ইউরোপীয় ও দেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত লোক উপাস্থিত ছিলেন। ফ্রি টিকিট দেওয়া হইয়া ছিল। কিন্তু স্থানের অল্পতা প্রযুক্ত সকল লোক ধরে নাই। শান্তি স্থাপন প্রভৃতি কয়েকটি কার্য্য মাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব বিশেষ সাহায্য করিয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহারা ধন্য বাদের পাত্র। অভিনয় সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই বলা যাইতে পারে যে, অভিনেতাগণের যখন এই প্রথম অভিনয় তখন ইহা মন্দ বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ মন্থরা, সুমাত্রা, কৌশল্যা, দাশরথেয় ও পুরোহিত, চাসা প্রভৃতি কয়েকটি অভিনয়, সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিয়া ছিল। তবে যে ২।১টি সামান্য২ দোষ লক্ষিত হইল, ভরসা করি, দ্বিতীয় বার তাহার সংশোধন হইবে।

বগুড়াতে আজ কাল মাতালের বড়ই ছড়া ছড়ি!! দিন দিনই নিত্য নূতন মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি। বলিতে কি, সুরা দেবীর অনুগ্রহে আমাদের দেশটা একবারে রসাতলেই গেল। গবর্ণমেণ্ট লাভই দেখিবেন, না এক বার চিরদুঃখী নিঃসম্বল প্রজা বৃন্দের প্রতিও সকরুণ দৃষ্টি পাত করিবেন? ফলতঃ সুরা দেবীর তরঙ্গ স্রোত দিন২ যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাতে এ সময় অগতির গতি গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ ভিন্ন আর নিবারণের যো নাই। হাজার উপদেশ দেও, সহস্র সুরা নিবারিণী (না বার্দ্ধিনী?) সভাই করে, কিছুতেই কিছু হইবার নহে।

এবার আবার ঘোর অনাবৃষ্টি। প্রায় ৬।৭ মাস হইল, বৃষ্টির নাম গন্ধও নাই, আকাশ পরিস্কার। সড়কের ধুলায় চলা যায় না। মাটি পাথরের মত শুষ্ক ও নিরস। মিউনিসিপালিটি হইতে যদিও সড়কের ধুলা নিবারণার্থে জল ছিটানের নিয়ম আছে, কিন্তু তাহাও বিশেষ২ পথে, সাধারণের ভাগ্যে ঘটে না। আর যে কয় জন লোক নিযুক্ত আছে তাহাদের দ্বারা সমুদয় প্রয়োজনীয় রাস্তায় জল ছিটান সম্ভাবনীয়ও নহে। এ জন্য আরও অধিক লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক। অন্যথায় লোকের ভদ্রস্থ নাই। আমরা বিনীত ভাবে মিউনিসিপাল কমিটিকে প্রার্থনা করি, যাহাতে সকল সড়ক গুলিতেই জল ছিটান হয় তাহা করিয়া লোকের কষ্ট দূর করুন।।

১৮৭৬ সাল
২৪এ ফেব্রয়ারী। } কোন দুঃখী।
বগুড়া।

— —

বৰ্দ্ধমান-রায়না।

সে দিন কলিকাতা হাইকোর্টের চিপ জষ্টিশ রায়না থানার অন্তর্গত রাইপুর নামক জঙ্গলময় গ্রামটীতে শিকার করিতে আসিয়া ছিলেন। সঙ্গে বর্দ্ধমানের জজ, মাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব, এবং অন্যান্য সিবিলিয়ানগণ ছিলেন। আমাদের বর্দ্ধমানস্থ রাজাধিরাজ বাহাদুর, ও সাহেব বাহাদুরেরা অভ্যর্থনার্থ তথায় গমন করিয়া ছিলেন। কিন্তু আমাদের এক নিবেদন এই যে, জষ্টিশ বাহাদুর কি বর্দ্ধমানের আদালত সকল দেখিয়াছেন? যে কয়েক ঘণ্টা অনর্থক কষ্ট স্বীকার করিয়া কাননে নিরীহ বিহঙ্গবর্গের নির্দ্দোষ শোণিত দর্শন করিলেন, সেই কয়েক ঘণ্টায় একটু যত্ন করিয়া সাহেব বাহাদুর, বিচারপতিদের অন্যায় বিষয় গুলি তদন্ত করিলে কি কিছু ক্ষতি হইত? সাহেব বাহাদুর দুইটী অতি ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র, এবং একটা ভল্লুক শাবক ও কয়েকটা পাখী শিকার করিয়াছিলেন।

ইদিলপুর গ্রামে হারাধন মণ্ডলের বাটীতে সম্প্রতি এক ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। নগদ টাকায়, নোটে ও অলঙ্কারাদিতে প্রায় ১২।১৪ সহস্র টাকা অপহৃত হইয়াছে। দস্যুগণ রাত্রি ১০ টার সময় বহির্গত হয়। পুলীশের সম্মুখে এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল!

৩। বর্দ্ধমানের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট, রায়না থানার অন্তর্গত কয়েক ব্যক্তিকে সরাসরি বিচারে ৩ মাস করিয়া কারাবাস, এবং ১০ টাকা করিয়া অর্থ দণ্ড করেন। আরও কয়েক ব্যক্তি এই রূপে শ্রীঘর দর্শন করিয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয়, নির্দ্দোষীগণ আপীলে খালাস পাইয়াছে। তাহাতে সুযোগ্য জজ বলেন "নিশ্চয়ই জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট বিচারের বিষয় কিছু বেঠিক ছিলেন। সাবধান; এরূপ পুনশ্চ যেন না হয়।" মহাশয় বাঙ্গালী বিচারপতি হইলে কি হইত? দেখুন, এতদঞ্চলে সরাসরী বিচার কিরূপ! তবে নাকি লেঃ গবর্ণর বলিয়াছেন, "বঙ্গদেশে সরাসরি বিচার উত্তম হইতেছে।"!

৪। মহাশয়, কলিকাতা মিউনীশিপালীটী লইয়া আজি কালি মাননীয় সম্বাদ পত্র সম্পাদক মহাশয়গণ, লেখনী ধারণ করিতেছেন; কিন্তু মফঃস্বলে কি হইতেছে তাহার সংবাদ কে লয়? বোধ হয় অনেকেই জানেন, বর্দ্ধমানের করদাতৃগণের উপর মিউনিশিপাল কমিশনর নির্ব্বাচন করিবার সম্পূর্ণ ভার আছে। অতএব বর্দ্ধমানের নিমিত্ত তাঁহারা যাহাকে ইচ্ছা কমিশনর নিয়োজিত করিতে পারেন। কিন্তু এই শুভকরী প্রণালী সত্বেও এখানে ঘোর পক্ষপাতী হইতেছে। সে দিন এক জন সাহেব এক কুটীতে বাসা করেন এবং তাহার কর (টাক্স) মখুব হইল। আর এক জন সাহেব একটী স্থলে বাসা লইয়াছে, যাহারন ১০০ শত টাকা টাক্স, তাহাও মখুব হইল। অথচ এ গুলিতে বাঙ্গালী থাকিলে রীতিমত টাক্স লওয়া হইত

শ্রীঃ—

উদ্ধৃত।

ভীষণ বাত্যা।

বিগত নবেম্বর মাসে, বোম্বাই উপকুলে যে মহাঝড় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এখন পর্য্যন্ত প্রশান্তি লাভ করে নাই। বায়ুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, মার্চ্চ মাসে উহা শেষ হইবে। কন্যা অন্তরীপ হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত গ্রাম, নগর, বন, উপবন, রাজ প্রসাদ, রাজোদ্যান এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি সকলেই উহার প্রবল পরাক্রমের পরিচয় পাইয়াছে। উহার বেগে হাতী মরিয়াছে—বরাহ ক্ষুদ্রকায় পশু তাহার কথা আর কি বলিব—"অরণ্যে জাম্বকী ধুর্ত্তও" রক্ষা পায় নাই। উহার হুঙ্কারে অগ্নি জ্বলিয়াছে। "বায়ুনং বিচিত্রা গতিঃ" ঐ বাত্যা প্রথমতঃ পুর্ব্বমুখে, তার পর দক্ষিণ মুখে, তার পর উত্তর মুখে, ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে। আমাদের বোধ হয় ঐ মুখেই উহা শেষ হইবে; কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে পুনরায় উহা পূর্ব্বাভিমূখী হইতে পারে। যাহা হউক ভারতে এ প্রকার ভীষণ ঝড় আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

ঐ বাত্যায় মানুষ কয় জন কিভাবে মরিয়াছে, তাহা এখন পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই এবং অপর কি কি দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহাও সম্যক্ জ্ঞাত হইতে পারি নাই; তবে আমরা এই মাত্র শুনিয়াছি, কচের মহারাজা এই ঝড়ে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন এবং নিজামের রাজ্য প্রায় বিপর্য্যস্ত, কাহারও কণ্ঠাস্থি কাহারো নাসিকাস্থি ভগ্ন হইয়াছে। সুখের বিষয় ইহারা মরেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে পশ্চিম প্রদেশে কোন স্থানে প্রায় ৭০।৮০ জন লোক এক কালে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। তাহাদিগকে ঝড়ে উড়াইয়া প্রায় তিন মাইল দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং প্রত্যেকের হাত এ স্থানে এবং পা এক স্থানে পড়িয়াছিল। এ মহা ঝড়ে এই এক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, যে তাহা শুনিলে সকলকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সকলেই দেখিয়াছেন, প্রবল বাত্যা নদী তীরে বালুকা রাশি ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করে, জলে নিক্ষেপ করে, কিন্তু এ ঝড়ে রৌপ্য রাশি উড়াইয়াছে। উহার সমক্ষে বালুকারেণু এবং সুবর্ণরেণু উভয়ই সমান। আপনারা দেখিয়াছেন, ঝড়ে উচ্চগিরি বৃক্ষ ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হয় কিন্তু এ ঝড়ে ভারতের রাজ মুকুট ভুমি স্পর্শ করিয়া লুটাইয়াছে, সুখের বিষয় উৎপাটিত হয় নাই।

আমরা শুনিয়াছি, গত ৭১ সনের আশ্বিনের ঝড়ের পর, নদী শুখাইলে অনেকে তাহার ভিতর টাকা কড়ি পাইয়া সুখী হইয়াছে। এ ঝড়ে কি তাহা হয় নাই? হইয়াছে বই কি। পাঠক মহাশয়েরা শুনিয়া অবশ্যই ঐ রূপ ধনী হইতে ইচ্ছুক হইবেন তাহাতে আর সংশয় কি? রাজ পুত্র হইতে কোটালের পুত্র পর্য্যন্ত দেশ বিদেশীয় দুই পাঁচ জন কিছু২ ধন পাইয়াছেন। তবে রাজ পুত্রের ধন পাইতে ধন ক্ষয় হইয়াছে, কোটালের পুত্রের কেবল বাক্য ব্যয় মাত্র। রাজপুত্র প্রকৃতই রাজ পুত্র, বান্দরের বিবাহে লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন। কোটালের পুত্র ধুর্ত্ত—বলে ছলে কার্য্য সিদ্ধি করিয়াছে।

সম্পাদক মহাশয়, আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এ ঝড় মানুষ মরিল, হাতী মরিল সকল কাণ্ডই হইল, নৌকা ডুবিল কই? ভরা তালাইল কই? আমি বলি ভারতে ভরা কই যে তলাবে, নৌকা কই যে নিমজ্জিত হইবে। সাধুও নাই সাধুর নৌকাও নাই। তবে ডুবিবার মধ্যে ডুবিল ভারতের ধন রাশি। এ ঝড়ে দেবকুলচূড়া প্রভুত পরাক্রমশালী পবন দেবের চরণ নখরে ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব নিক্ষেপ করিয়া, ভারত আবার তন্দ্রা সাগরে ডুবিল; আমরাও তবে ভবিষ্যৎ শুভাশুভ গণনা করিয়া ক্ষান্ত হই।

"ঝড় বয় ভয় বড়" যতক্ষণ ঝড় ততক্ষণ ভয়, তাহার পর আকাশ নির্ম্মল হয়, বায়ু পরিস্কার হয়, অস্বাস্থ্যকর দেশ স্বাস্থ্য লাভ করে এই বিধাতার নিয়ম। আমরা তাই ভাবিয়া আশা করি ব্যাত্যা অবসানে ভারতের সুখ বাড়িবে দুঃখ ঘুচিবে, নিদ্রা ভাঙ্গিবে, তবে কি জানি ভারতের ভাঙ্গা কপাল, কপাল গুণে শ্যাম তামাল না হয়।

হে ভারত বাসি, তোমার বহু অর্থ নাশ হইল বটে, কিন্তু মনে রাখিও তুমি এই সুযোগে কিনা দেখিলে, কিনা শুনিলে, কি না বুঝিলে, মর্ত্ত্যে এ হর্ষ-ভীতি পুর্ণ বাত্যানির্ঘোষ শুনিবার, অদৃষ্টপূর্ব্ব তুমুল কাণ্ড দেখিবার জন্য স্বর্গ হইতে স্বর্গবাসীরা তাকাইয়া ছিল; তোমার কথা আর কি? এই অবসরে হেমচন্দ্রের বীণা ধ্বনি, নবীনের বংশী ধ্বনি, বান্ধবের ঝঙ্কার, সংবাদ পত্রের হুহুঙ্কার কতই না শুনিলে; ভারত হৃদয়ে উচ্ছ্বাস স্পষ্ট উপলব্ধি করিলে ভারত শরীর কতটুকু শোণিত প্রবাহিত হয় তাহাও দেখিলে, কি ছিল, কি হইয়াছে তাহাও নির্জ্জনে ভাবিলে; তবে এ বাত্যায় ক্ষুব্ধ হইও না। বিধাতাকে ধন্যবাদ দেও, যে যখন প্রাণ অসুস্থ হয়, মন নিস্তেজ হয় তখন যেন এই রূপ মহাঝড় উপস্থিত হইয়া নিদ্রিত মন জাগরিত করে, মৃত প্রাণে চেতনা সঞ্চার করে।

বশম্বদ

শ্রী ভীঃ—

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়